BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (8TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : TAFSIR (END)

ফসল পাকার পূর্বে যে চারাগুলোকে কেটে ফেলা হয় তাদেরকেই اَلْعَصْفُ বলা হয়। الرَّيْحَانُ অর্থ শস্যের পাতা এবং যমীন থেকে উৎপাদিত দানা যা ভক্ষণ করা হয় আরবী ভাষায় রিযকের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারো মতে, اَلْعَصْفُ অর্থ খাওয়ার উপযোগী দানা এবং الرَّيْحَانُ অর্থ খাওয়ার অনুপযোগী পাকা দানা। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্‌সির বলেছেন, اَلْعَصْفُ অর্থ গমের পাতা। দাহ্‌হাক (র) বলেন, اَلْعَصْفُ মানে ভূষি। আবূ মালিক (র) বলেন, সর্বপ্রথম যা উৎপন্ন হয় তাকে اَلْعَصْفُ বলা হয়। হাবশী ভাষায় তাকে هَبُوْرٌ হাবুর বলা হয়। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْعَصْفُ অর্থ গমের পাতা। الرَّيْحَانُ অর্থ খাদ্য। اَلْمَارِجُ অর্থ হলুদ এবং সবুজ বর্ণের অগ্নিশিখা যা আগুনের উপরিভাগে পরিদৃষ্ট হয় যখন তা প্রজ্বলিত করা হয়। মুজাহিদ (র) থেকে কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ এর مَشْرِقَيْنِ সূর্যের শীতকালীন উদয়স্থল ও গ্রীষ্মকালের উদয়াচল। অনুরূপভাবে رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ-এর مَغْرِبَيْنِ অর্থ শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের দুই অস্তস্থল। لَا يَبْغِيَانِ অর্থ তারা মিলিত হয় না। اَلْمُنْشَاتُ অর্থ নদীতে পাল তোলা নৌকা। আর যে নৌকার পাল তোলা হয়নি তাকে مُنْشَاةٌ বলা হয় না। মুজাহিদ বলেন, نُحَاسٌ অর্থ পিতল, যা তাদের মাথার উপর ঢালা হবে এবং এর দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ অর্থ হচ্ছে, সে গুনাহ্ করার ইচ্ছা করে ; কিন্তু তার আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়ে যায়। অবশেষে সে গুনাহ্ করার ইচ্ছা বর্জন করে ফেলে। اَشْوَاظٌ অর্থ -অগ্নি শিখা। مُدْهَامَّتَانِ অর্থ দেখতে কালো হবে সজীবতার কারণে। صَلْصَالٍ অর্থ মাটি বালির সাথে মিশে পোড়া মাটির মত ঝনঝন করে। বলা হয় صَلْصَالٍ অর্থ مُنْتِنٌ মানে দুর্গন্ধময়। শব্দটির মূল ছিল صَلٌّ صَرَّ الْبَابُ .... বলা হয়। এবং صَرَّ الْبَابُ -ও বলা হয়। (অর্থাৎ صَلْصَالٍ বলা হয় যেমন مضاعف ثلاثي থেকে مضاعف رباعي-এর উৎপত্তি)। যেমন كَبْكَبْتُهُ ব্যবহার করা হয়। যার মূল فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ অর্থ ফলমূল, খেজুর ও আনার। কারো মতে খেজুর ও আনার ফল নয় ; কিন্তু আরবীয় লোকেরা এগুলোকেও ফল বলে গণ্য করে। খেজুর ও আনার ফলমূলের মধ্যে শামিল থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত আয়াতে ফলমূলের কথা উল্লেখ করে এরপর খেজুর ও আনারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ -এর মাঝে সকল সালাতের প্রতি যত্নবান হবার নির্দেশ প্রদান করতঃ পরে আবার বিশেষভাবে আসরের সালাতের প্রতি বিশেষ যত্নবান হবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেমনভাবে اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ : "তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে...। (২২ ঃ ২৮) وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ -এর মধ্যে সকল মানুষ শামিল থাকা সত্ত্বেও আয়াতাংশটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে (সুতরাং খেজুর ও আনারকে ফলমূল বহির্ভূত বলা ঠিক নয়)। মুজাহিদ (র) ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্‌সির বলেন, اَفْنَانٍ অর্থ ডালাসমূহ। وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ -দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। (৫৫ ঃ ৫৪) উভয় উদ্যানের ফল যা পাড়া হবে তা খুবই নিকটবর্তী হবে। হাসান (র) বলেন, فَبِاَىِّ اٰلَاءِ অর্থ فَبِاَىِّ نِعَمِهٖ মানে আল্লাহ্‌র কোন্ অনুগ্রহকে ? কাতাদা (র)

banglainternet.com

বলেন, মানব এবং দানব জাতিকে বোঝাবার জন্য رَبِّكُمَا দ্বি-বচনের صيغه ব্যবহার করা হয়েছে। আবুদ্ দারদা (রা) বলেন, كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ (তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত)-এর ভাবার্থ হচ্ছে, প্রত্যহ তিনি মানুষের গুনাহ মাফ করেন, বিপদ বিদূরিত করেন, এক সম্প্রদায়কে সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং অপর সম্প্রদায়ের-অবনতি ঘটান। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, بَرْزَخٌ অর্থ অন্তরাল। اَلْاَنَامُ অর্থ সৃষ্ট জীব। نَضَّاخَتَانِ অর্থ فَيَّاضَتَانِ মানে খায়ের ও বরকতে উচ্ছলিত। ذُو الْجَلَالِ অর্থ মহিমময়। ইব্ন আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, مَارِجٌ অর্থ নির্ধূম অগ্নিশিখা। রাজা প্রজাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়ার পর তারা যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবাধে অত্যাচার করতে আরম্ভ করে তখন বলা হয়, اَلْاَمِيْرُ مَرِجَ الْاَمِيْرُ رَعِيَّتُهُ مَرِجَ اَمْرُ النَّاسِ -অর্থ মানুষের বিষয়টি গোলমেলে হয়ে পড়েছে। مُلْتَبِسٌ অর্থ مَرِيْجٍ মানে দোদুল্যমান। مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ অর্থ দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়ে গিয়েছে। مَرَجْتُ دَابَّتَكَ -এর উৎপত্তি অর্থাৎ তুমি ছেড়ে দিয়েছ। سَنَفْرُغُ لَكُمْ অর্থ অচিরেই আমি তোমাদের হিসাব গ্রহণ করব কারণ কোন অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাকে অন্য অবস্থা হতে গাফিল করতে পারে না। এ ধরনের ব্যবহার-বিধি আরবী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ। যেমন বলা হয়, لَا تَفْرُغَنَّ لَكَ – অথচ তার কোন ব্যস্ততা নেই (বরং এ ধরনের কথা ধমক-স্বরূপ বলা হয়ে থাকে)। এ বাক্যের মাধ্যমে বক্তা শ্রোতাকে এ কথাই বোঝাতে চায় যে, অবশ্যই আমি তোমাকে তোমার এ গাফলতের মজা আস্বাদন করাব।

٢٥٤٩. بَابٌ قَوْلُهُ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ

২৫৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ - "এবং এ উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে।" (৫৫ ঃ ৬২)

٤٥١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلٰى وَجْهِهِ فِيْ جَنَّةِ عَدْنٍ .

৪৫১৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) ..... কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, (জান্নাতের মধ্যে) দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং এর অভ্যন্তরের সকল বস্তু রৌপ্য নির্মিত হবে এবং (জান্নাতে) আরো দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং অভ্যন্তরীণ সমুদয় বস্তু সোনার তৈরী হবে। জান্নাতে আদনের মধ্যে জান্নাতী লোকেরা তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ

banglainternet.com

করবে। এ জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের এ দর্শনের মাঝে আল্লাহ্‌র সত্তার ওপর জড়ানো তার বড়ত্বের চাদর ব্যতীত আর কোন বস্তু থাকবে না।

٢٥٥٠. بَابٌ قَوْلُهُ حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حُوْرٌ سُوْدُ الْحَدَقِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَّقْصُوْرَاتٌ مَّحْبُوْسَاتٌ قُصِرَ طَرْفُهُنَّ وَاَنْفُسُهُنَّ عَلَى اَزْوَاجِهِنَّ قَاصِرَاتٌ لَايَبْغِيْنَ غَيْرَ اَزْوَاجِهِنَّ

২৫৫০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ –"তারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুর (৫৫ ঃ ৭২)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, حُوْرٌ অর্থ কালো মনি যুক্ত চক্ষু। মুজাহিদ (র) বলেন, مَّقْصُوْرَاتٌ অর্থ مَّحْبُوْسَاتٌ মানে তাদের দৃষ্টি এবং তাদের সত্তা তাদের স্বামীদের জন্য সুরক্ষিত থাকবে। قَاصِرَاتٌ - তারা তাদের জন্যই নির্ধারিত থাকবে। তারা তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষাও করবে না।

٤٥١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيْلاً فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهْلُ مَا يَرَوْنَ الْاٰخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُوْنَ ، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا ، وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلٰى وَجْهِهِ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ *

৪৫১৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে ফাঁপা মুক্তির একটি তাঁবু থাকবে। এর প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল। এর প্রতি কোণে থাকবে হুর-বালা। এদের এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না। ঈমানদার লোকেরা তাদের কাছে যাবে। এতে থাকবে দু'টি উদ্যান, যার সমুদয় পাত্র এবং ভেতরের সকল বস্তু হবে রূপার তৈরী অনুরূপ আরো দুটি উদ্যান থাকবে, যার পাত্র এবং অভ্যন্তরীণ সমস্ত জিনিস হবে স্বর্ণের নির্মিত। জান্নাতে আদনের মধ্যে জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভের মাঝখানে আল্লাহ্‌র বড়ত্বের প্রভাময় আভা ভিন্ন আর কিছু থাকবে না।

banglainternet.com

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةُ

সূরা ওয়াকি'আ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رُجَّتْ زُلْزِلَتْ ، بُسَّتْ فُتَّتْ لُتَّتْ كَمَا يُلَتُّ السَّوِيْقُ ، الْمَخْضُوْدُ الْمُوْقَرُ حَمْلاً ، وَيُقَالُ اَيْضًا لاَشَوْكَ لَهُ ، مَنْضُوْدٍ الْمَوْزُ ، وَالْعُرُبُ الْمُحَبِّبَاتُ اِلَى اَزْوَاجِهِنَّ ثُلَّةٌ اُمَّةٌ ، يَحْمُوْمٍ دُخَانٍ اَسْوَدَ ، يُصِرُّوْنَ يُدِيْمُوْنَ ، اَلْهِيْمِ الْاِبِلُ الظِّمَاءُ لَمُغْرَمُوْنَ لَمُلْزَمُوْنَ ، رَوْحٌ جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ ، وَرَيْحَانٌ الرِّزْقُ ، وَنُنْشِئَكُمْ فِى اَىِّ خَلْقٍ نَشَاءُ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، تَفَكَّهُوْنَ تَعْجَبُوْنَ ، عُرُبًا مُثْقَلَةٌ وَاحِدُهَا عَرُوْبٌ مِثْلُ صَبُوْرٍ وَصُبُوْرٍ يُسَمِّيْهَا اَهْلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ ، وَاَهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْغَنِجَةَ ، وَاَهْلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَةَ ، وَقَالَ فِىْ خَافِضَةٌ لِقَوْمٍ اِلَى النَّارِ ، وَرَافِعَةٌ اِلَى الْجَنَّةِ ، مَوْضُوْنَةٍ ، مَنْسُوْجَةٍ وَمِنْهُ وَضِيْنُ النَّاقَةِ ، وَالْكُوْبُ لاَ اٰذَانَ لَهُ وَلاَ عُرْوَةَ ، وَالْاَبَارِيْقُ ذَوَاتُ الْاٰذَانِ وَالْعُرَى ، مَسْكُوْبٍ جَارٍ ، وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، مُتْرَفِيْنَ مُتَمَتَّعِيْنَ ، مَا تُمْنُوْنَ هِىَ النُّطْفَةُ فِىْ اَرْحَامِ النِّسَاءِ ، لِلْمُقْوِيْنَ لِلْمُسَافِرِيْنَ وَالْقِىُّ الْقَفْرُ ، بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ بِمُحْكَمِ الْقُرْاٰنِ ، وَيُقَالُ بِمَسْقِطِ النُّجُوْمِ اِذَا سَقَطْنَ وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ وَاحِدٌ ، مُدْهِنُوْنَ مُكَذِّبُوْنَ مِثْلُ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ، فَسَلاَمٌ لَكَ اَىْ مُسَلَّمٌ لَكَ اَنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ وَلَقِيْتَ اَنَّ وَهُوَ مَعْنَاهَا كَمَا تَقُوْلُ اَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيْلٍ ، اِذَا كَانَ قَدْ قَالَ اِنِّىْ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيْلٍ ، وَقَدْ يَكُوْنُ كَالدُّعَاءِ لَهُ كَقَوْلِكَ فَسُقْيًا مِنَ الرِّجَالِ اِنْ رَفَعْتَ السَّلاَمَ

banglainternet.com

فَهُوَ مِنَ الدُّعَاءِ ، تَوْرُوْنَ تَسْتَخْرِجُوْنَ ، اَوْرَيْتُ اَوْقَدْتُ ، لَغْوًا بَاطِلاً ، تَاثِيْمًا كَذِبًا .

মুজাহিদ (র) বলেন, رُجَّتْ অর্থ প্রকম্পিত হবে। بُسَّتْ অর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া, ছাতু যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয় তেমনিভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। اَلْمَخْضُوْدُ অর্থ বোঝার কারণে চরম ভারাক্রান্ত। কন্টকহীন বৃক্ষকেও مَخْضُوْدٌ বলা হয়। مَنْضُوْدٌ অর্থ কলা। اَلْعُرُبُ অর্থ স্বামীর কাছে প্রিয়তমা স্ত্রীগণ। ثُلَّةٌ অর্থ উম্মত। يَحْمُوْمٍ অর্থ কালো ধোঁয়া। يُصِرُّوْنَ অর্থ তারা অবিরাম করতে। اَلْهِيْمُ অর্থ পিপাসিত উট। لَمُلْزَمُوْنَ অর্থ لَمُغْرَمُوْنَ - যাদের উপর ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। رَوْحٌ অর্থ উদ্যান ও কোমলতা। اَلرَّيْحَانُ অর্থ জীবনোপকরণ। نُنْشِئَكُمْ অর্থ যে কোন আকৃতিতে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করব। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্সির বলেন, تَفَكَّهُوْنَ অর্থ তোমরা বিস্মিত হয়ে যাবে। عُرُبًا বহুবচন। একবচনে عَرُوْبٌ যেমন صَبُوْرٌ বহুবচন। একবচনে صُبُرٌ। মক্কাবাসী লোকেরা তাকে اَلْعَرِبَةُ - মদীনাবাসী লোকেরা اَلْغَنِجَةُ এবং ইরাকী লোকেরা তাকে اَلشَّكِلَةُ বলে। خَافِضَةٌ অর্থ তা একদল লোককে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। رَافِعَةٌ অর্থ তা একদল লোককে জান্নাতে নিয়ে যাবে। مَوْضُوْنَةٍ অর্থ مَنْسُوْجَةٍ গ্রথিত। এর থেকেই وَضِيْنُ اَلنَّاقَةِ শব্দটির উৎপত্তি (অর্থ উটের পালানের রশি) اَلْكُوْبُ অর্থ নল ও হাতলবিহীন পানপাত্র। اَلْاَبَارِيْقُ অর্থ নল ও হাতল সম্পন্ন লোটা। مَسْكُوْبٍ অর্থ প্রবহমান। وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ -একটির উপর আরেকটি বিছানো শয্যাসমূহ। مُتْرَفِيْنَ অর্থ ভোগ বিলাসী লোকজন। مَا تُمْنُوْنَ অর্থ মহিলাদের গর্ভাশয়ের নিক্ষিপ্ত বীর্য। لِلْمُقْوِيْنَ অর্থ মুসাফিরদের জন্য । لِقِيٌّ অর্থ ঘাস, পানি এবং জন-মানবহীন ভূমি। بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ অর্থ بِمُحْكَمِ الْقُرْاٰنِ মানে কুরআনের মুহকাম আয়াতসমূহ। بِمَسْقَطِ اَلنُّجُوْمِ অর্থ নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের স্থান। مَوَاقِعُ এবং مَوْقِعُ শব্দ দুটো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। مُدْهِنُوْنَ অর্থ مُكَذِّبُوْنَ মানে তুচ্ছকারী লোকজন। যেমন অন্যত্র আছে, لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ যদি তুমি তুচ্ছ কর, তবে তারাও তুচ্ছ করবে। فَسَلَامٌ لَكَ - তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। কেননা, তুমি দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে اَنْ শব্দটি উহ্য আছে। যেমন اَنِّيْ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيْلٍ -এর উত্তরে কথিত اَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيْلٍ বাক্যের মাঝে اَنْ শব্দটি উহ্য আছে। মূলে ছিল اَنَّكَ مُسَافِرٌ। শ্রোতার প্রতি দোয়া হিসাবেও سَلَامٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ (পরিতৃপ্ত লোকজন) বাক্যটিও দোয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। سَلَامٌ শব্দটিকে مَرْفُوْعٌ পড়া হলে তা দোয়া হিসাবেই গণ্য হবে। تَسْتَخْرِجُوْنَ অর্থ تُوْرُوْنَ - তোমরা বের কর, প্রজ্বলিত কর। পক্ষান্তরে اَوْرَيْتُ بِمَعْزٍ اَوْقَدْتُ থেকে تُوْرُوْنَ শব্দটির উৎপত্তি। لَغْوًا অর্থ অসার। تَاثِيْمًا অর্থ মিথ্যা বাক্য।

banglainternet.com

٢٥٥١. بَابٌ قَوْلُهُ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ

২৫৫১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ "সম্প্রসারিত ছায়া।" (৫৬ ঃ ৩০)

٤٥٢٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا ، وَاقْرَءُوا اِنْ شِئْتُمْ: وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ *

৪৫২০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় একজন সওয়ারী একশত বছর চলতে থাকবে, তবুও সে এ ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি (সম্প্রসারিত ছায়া) পাঠ কর।

سُوْرَةُ الْحَدِيْدُ

সূরা হাদীদ

قَالَ مُجَاهِدٌ: جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ مُعَمَّرِيْنَ فِيْهِ، مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ مِنَ الضَّلاَلَةِ اِلَى الْهُدَى ، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ جُنَّةٌ وَسِلاَحٌ ، مَوْلاَكُمْ اَوْلَى بِكُمْ لِئَلاَّ يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ ، لِيَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ ، يُقَالُ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا، وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا، اُنْظُرُوْنَا اِنْتَظِرُوْنَا

মুজাহিদ (র) বলেন, جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ এর অর্থ আমি তোমাদেরকে তাতে আবাদকারী বানিয়েছি। مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ -এর অর্থ ভ্রান্তি থেকে হেদায়েতের দিকে। وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ অর্থ ঢাল ও অস্ত্রশস্ত্র। مَوْلاَكُمْ অর্থ তিনিই তোমাদের জন্য যোগ্য। لِئَلاَّ يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ অর্থ যাতে কিতাবী লোকেরা জানতে পারে। বলা হয়, বস্তুর বাহ্যিক বিষয়ের উপরও علم ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপরও علم ব্যবহৃত হয়। اُنْظُرُوْنَا অর্থ اِنْتَظِرُوْنَا মানে তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর।

banglainternet.com

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ

সূরা মুজাদালা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُحَادُّوْنَ يُشَاقُّوْنَ اللّٰهَ ، كُبِتُوْا اُخِزُوْا مِنَ الْخِزْيِ ، اسْتَحْوَذَ غَلَبَ

মুজাহিদ (র) বলেন, يُحَادُّوْنَ অর্থ يُشَاقُّوْنَ اللّٰهَ মানে তারা (আল্লাহ্‌র) বিরোধিতা করছে। كُبِتُوْا অর্থ اُخِزُوْا মানে তাদেরকে অপদস্থ করা হবে। الْخِزْيِ ধাতু হতে উক্ত শব্দটির উৎপত্তি। اِسْتَحْوَذَ অর্থ সে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

سُوْرَةُ الْحَشْرِ

সূরা হাশর

اَلْجَلَاءُ الْاِخْرَاجُ مِنْ اَرْضٍ اِلَى اَرْضٍ

الْجَلَاءُ অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নির্বাসিত করা।

٤٥٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ قُلْتُ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ ، قَالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتّٰى ظَنُّوْا اَنَّهَا لَمْ تُبْقِ اَحَدًا مِنْهُمْ اِلَّا ذُكِرَ فِيْهَا ، قَالَ قُلْتُ سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ ، قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَدْرٍ ، قَالَ قُلْتُ سُوْرَةُ الْحَشْرِ ، قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَنِي النَّضِيْرِ *

৪৫২১ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র).....সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে সূরা তওবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ তো লাঞ্ছনাকারী সূরা। وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ অর্থাৎ তাদের একদল এই করেছে, আরেক দল ওই করেছে, এ বলে একাধারে

banglainternet.com

এ সূরা নাযিল হতে থাকলে লোকেরা ধারণা করতে লাগলো যে, এ সূরায় উল্লেখ করা হবে না, এমন কেউ আর তাদের মধ্যে বাকী থাকবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে সূরা আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরাটি বদর যুদ্ধের সময় নাযিল হয়েছে। আমি তাকে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বনী নযীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٤٥٢٢ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةَ الْحَشْرِ ، قَالَ قُلْ سُوْرَةَ النَّضِيْرِ .

৪৫২২ হাসান ইব্ন মুদরিক (র) ..... সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে 'সূরা হাশ্‌র' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরাকে 'সূরা বনী নাযীর' বল।

٢٥٥٢. بَابٌ قَوْلُهُ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ نَخْلَةٍ مَالَمْ تَكُنْ عُجْوَةً أَوْ بَرْنِيَّةً

২৫৫২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَسِقِيْنَ) - "তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ বা যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে ; এ তো এ জন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। (৫৯ ঃ ৫) لِيْنَةٍ এবং بَرْنِيَّةٍ ব্যতীত সর্বপ্রকার খেজুরকেই لِيْنَةٍ বলা হয়।

٤٥٢٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَسِقِيْنَ .

৪৫২৩ কুতায়বা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বনী নযীর গোত্রের খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কেটে ফেলেছিলেন। এ গাছগুলো ছিল 'বুয়াইরা' নামক স্থানে। এরপর নাযিল করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা ঃ তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ বা যেগুলোকে কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ ; তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে ; এ এজন্য যে, আল্লাহ্ পাপচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

٢٥٥٣. بَابٌ قَوْلُهُ : مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ

banglainternet.com

২৫৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى - "আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূল ﷺ -কে যা কিছু দিয়েছেন।" (৫৯ ঃ ৭)

٤٥٢٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً ، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللّٰهِ .

৪৫২৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) ..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নযীরের বিষয়-সম্পত্তি ঐ সমস্ত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে 'ফাই' হিসাবে দিয়েছেনএ জন্য যে মুসলমানরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করেনি। সুতরাং এটা খাস ছিল রাসূল ﷺ-এর জন্য। এর থেকে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য এক বছরের খরচ দান করতেন। এরপর বাকিটা তিনি অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘোড়া সংগ্রহের পিছনে ব্যয় করতেন আল্লাহ্র পথে জিহাদের প্রস্তুতি হিসাবে।

٢٥٥٤. بَابٌ قَوْلُهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

২৫৫৪.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ - "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর (এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক)।" (৫৯ ঃ ৭)

٤٥٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَأَةً بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، قَالَتْ بَلَى ، قَالَ

banglainternet.com

فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ ، قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَاذْهَبِي فَانْظُرِي ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَالِكَ مَا جَامَعَتْنَا *

৪৫২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ লানত করেছেন ঐ সমস্ত নারীর প্রতি যারা অন্যের শরীরে উল্কি অংকন করে, নিজ শরীরে উল্কি অংকন করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য ভ্রূ-চুল উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। এসব নারী আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করছে। এরপর বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নাম্নীয় এক মহিলার কাছে এ সংবাদ পৌছলে সে এসে বলল, আমি জানতে পারলাম, আপনি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি লানত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যার প্রতি লানত করেছেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে যার প্রতি লানত করা হয়েছে, আমি তার প্রতি লানত করব না কেন ? তখন মহিলা বলল, আমি দুই ফলকের মাঝে যা আছে তা (পূর্ণ কুরআন) পড়েছি। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, তা তো এতে পাইনি। আবদুল্লাহ্ বললেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তাহলে অবশ্যই তা পেতে, তুমি কি পড়নি ? রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। মহিলাটি বলল, হাঁ নিশ্চয়ই পড়েছি। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, রাসূল ﷺ এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলা বলল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারও এ কাজ করে। তিনি বললেন, তুমি যাও এবং ভালভাবে দেখে এসো। এরপর মহিলা গেল এবং ভালভাবে দেখে এলো। কিন্তু তার প্রয়োজনের কিছুই দেখতে পেলো না। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, যদি আমার স্ত্রী এমন করত, তবে সে আমার সঙ্গে একত্র থাকতে পারত না।

٤٥٢٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيْثَ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ ، فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ .

৪৫২৬ আলী (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারী কৃত্রিম চুল লাগায়, তার প্রতি রাসূল ﷺ লানত করেছেন। রাবী (র) বলেন, আমি উম্মে ইয়াকূব নামক মহিলার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছি, তিনি আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মানসূরের হাদীসের অনুরূপ।

٢٥٥٥. بَابٌ قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ

২৫৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ — "মুহাজিরদের যারা এ নগরীতে বসবাস করে আসছে ও ঈমান এনেছে, (তাঁরা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তার জন্য তাঁরা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না)।" (৫৯ ঃ ৯)

banglainternet.com

٤٥٢٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اُوْصِى الْخَلِيْفَةَ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ اَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَاُوْصِى الْخَلِيْفَةَ بِالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُهَاجِرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُوَ عَنْ مُسِيْئِهِمْ .

৪৫২৭ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... আম্‌র ইব্‌ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে ওসীয়ত করেছি, প্রথম যুগের মুহাজিরদের হক আদায় করার জন্য এবং আমি পরবর্তী খলীফাকে আনসারদের ব্যাপারে ওসীয়ত করছি, যারা নবী করীম ﷺ -এর হিজরতের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করতেন এবং ঈমান এনেছিলেন যেন সে তাদের পুণ্যবানদের সৎকর্মকে গ্রহণ করে এবং দোষ-ত্রুটিকে ক্ষমা করে দেয়।

٢٥٥٦. بَابٌ قَوْلُهُ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ الْاٰيَةَ ، الْخَصَاصَةُ الْفَاقَةُ ، الْمُفْلِحُوْنَ الْفَائِزُوْنَ بِالْخُلُوْدِ ، الْفَلَاحُ الْبَقَاءُ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ عَجِّلْ . وَقَالَ الْحَسَنُ : حَاجَةً حَسَدًا *

২৫৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ -"এবং তাঁরা তাঁদের নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় (নিজেদের অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও) শেষ পর্যন্ত। (৫৯ ঃ ৯) الْخَصَاصَةُ অর্থ ক্ষুধা। الْمُفْلِحُوْنَ অর্থ যারা (জান্নাতে) চিরকাল থাকার সফলতা অর্জন করেছেন। الْفَلَاحُ অর্থ স্থায়িত্ব। حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ অর্থ সফলতা ও চিরস্থায়ী জীবনের দিকে তাড়াতাড়ি আস। হাসান (র) বলেন, حَاجَةً অর্থ হিংসা।

٤٥٢٨ حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَنِىْ الْجَهْدُ فَاَرْسَلَ اِلٰى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا رَجُلٌ يُضِيْفُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ

banglainternet.com

فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَهَبَ اِلَى اَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَاتِهِ ضَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدَّخِرِيْهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللّٰهُ مَا عِنْدِى اِلَّا قُوْتُ الصِّبْيَةِ ، قَالَ فَاِذَا اَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيْهِمْ وَتَعَالَى ، فَاَطْفِىءِ السِّرَاجَ وَنَطْوِى بُطُوْنَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ، اَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ *

৪৫২৮ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন কাসীর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। তখন তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের কাছে পাঠালেন ; কিন্তু তিনি তাদের কাছে কিছুই পেলেন না। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, এমন কেউ আছে কি, যে আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমানদারী করতে পারে ? আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত করবেন। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরপর তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং নিজ স্ত্রীকে বললেন, ইনি রাসূল ﷺ-এর মেহমান। কোন জিনিস জমা করে রাখবে না। মহিলা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে ছেলে-মেয়েদের খাবার ব্যতীত আর কিছুই নেই। তিনি বললেন, ছেলেমেয়েরা রাতের খাবার চাইলে তুমি তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিও, বাতিটি নিভিয়ে দাও। আজ রাতে আমরা ভুখা থাকব। সুতরাং মহিলা তা-ই করল। পরদিন সকালে আনসারী সাহাবী রাসূল ﷺ-এর খিদমতে আসলেন। তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন অথবা অমুক অমুকের কাজে আল্লাহ্ খুশী প্রকাশ করেছেন। এরপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ "এবং তাঁরা তাদের নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও।"

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ

সূরা মুমতাহিনা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لَا تُعَذِّبْنَا بِاَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ هٰؤُلَاءِ عَلَى الْحَقِّ مَا اَصَابَهُمْ هٰذَا ، بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ اَمْرَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ

banglainternet.com

ﷺ بِفِرَاقِ نِسَائِهِمْ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ .

মুজাহিদ (র) বলেন, لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً অর্থ আমাদেরকে কাফিরদের হাতে শাস্তি দিও না। তাহলে তারা বলবে, যদি মুসলমানরা হকের ওপর থাকত, তাহলে তাদের ওপর এ মুসীবত আসত না। بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ নবী ﷺ-এর সাহাবীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁরা যেন তাদের ঐ স্ত্রীদেরকে বর্জন করে, যাঁরা মক্কাতে কাফির অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

٢٥٥٧. بَابٌ قَوْلُهُ لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّكُمْ اَوْلِيَاءَ

২৫৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ - "(হে মু'মিনগণ!) আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" (৬০ ঃ ১)

٤٥٢٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ رَافِعٍ كَاتِبَ عَلِيٍّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَذَهَبْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى اَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِى الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ مَامَعِىْ مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ ، فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَاَتَيْنَا بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَاِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَاهٰذَا يَا حَاطِبُ ، قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَىَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اُمْرَأً مِنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ ، فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِىْ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ ، اَنْ اَصْطَنِعَ اِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ قَرَابَتِىْ

banglainternet.com

وَمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ كُفْرًا ، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِيْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَاَضْرِبْ عُنُقَهُ ، فَقَالَ اِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، قَالَ عَمْرٌو وَنَزَلَتْ فِيْهِ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ ، قَالَ لَا اَدْرِيْ اٰلَايَةُ فِي الْحَدِيْثِ ، اَوْ قَوْلُ عَمْرٍو *

৪৫২৯ হুমায়দী (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যুবায়র (রা), মিকদাদ (রা) ও আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা 'রওযা খাখ' নামক স্থানে যাও। সেখানে এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলা পাবে। তার সাথে একখানা পত্র রয়েছে, তোমরা তার থেকে সে পত্রখানা নিয়ে নেবে। এরপর আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে ছুটে চলল। যেতে যেতে আমরা রওযায় গিয়ে পৌছলাম। সেখানে পৌছেই আমরা উষ্ট্রারোহিণীকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, পত্রখানা বের কর। সে বলল, আমার সাথে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই তুমি পত্রখানা বের করবে, অন্যথায় তোমাকে বিবস্ত্র করে ফেলা হবে। এরপর সে তার চুলের বেনী থেকে পত্রখানা বের করল। আমরা পত্রখানা নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এলাম। দেখা গেল, পত্রখানা হাতিব ইব্ন আবূ বাল্‌তাআহ্ (রা)-এর পক্ষ হতে মক্কার কতিপয় মুশরিকের কাছে লেখা। এ চিঠিতে তিনি নবী ﷺ -এর বিষয় তাদের কাছে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, হাতিব কী ব্যাপার ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার ব্যাপারে ত্বরিৎ কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশীয় লোকদের সাথে বসবাসকারী এক ব্যক্তি ; কিন্তু বংশগতভাবে তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আপনার সঙ্গে যত মুহাজির আছেন, তাদের সবারই সেখানে আত্মীয়-স্বজন বিদ্যমান। এসব আত্মীয়-স্বজনের মক্কায় তাদের পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ রক্ষা পাচ্ছে। আমি চেয়েছিলাম, যেহেতু তাদের সাথে আমার বংশগত কোন সম্পর্ক নেই, তাই এবার যদি আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহলে হয়তো তারাও আমার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করবে। কুফর ও স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করার মনোভাব নিয়ে আমি এ কাজ করিনি। তখন নবী ﷺ বললেন, সে তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। তখন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন এক্ষুণি আমি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ বললেন, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জান না, আল্লাহ্ অবশ্যই বদরী অংশগ্রহণকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ "তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি।" আমর বলেন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে ঃ "হে ঈমানদারগণ ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" সুফয়ান (রা) বলেন, আয়াতটি হাদীসের অংশ না আমর (রা)-এর কথা, তা আমি জানি না।

banglainternet.com

٤٥٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قِيْلَ لِسُفْيَانَ فِيْ هٰذَا ، فَنَزَلَتْ : لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّيْ ، قَالَ سُفْيَانُ هٰذَا فِيْ حَدِيْثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو مَاتَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أُرَى أَحَدًا حَفِظَهُ غَيْرِيْ .

৪৫৩০ আলী (র) থেকে বর্ণিত যে, সুফয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)-কে "হে মু'মিনগণ! আমার শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না" আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সুফয়ান বলেন, মানুষের বর্ণনার মাঝে তো এমনই পাওয়া যায়। আমি এ হাদীসটি আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে মুখস্থ করেছি। এর থেকে একটি অক্ষরও আমি বাদ দেইনি। আমার ধারণা, আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে আমি ব্যতীত আর কেউ এ হাদীস মুখস্থ করেনি।

٢٥٥٨. بَابٌ قَوْلُهُ اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ

২৫৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ -"(হে মু'মিনগণ!) যখন তোমাদের কাছে মু'মিন নারীরা দেশত্যাগী হয়ে আসে।" (৬০ ঃ ১০)

٤٥٣١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْاٰيَةَ بِقَوْلِ اللّٰهِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ، قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا وَلَا وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَاَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ ، مَا يُبَايِعُهُنَّ اِلَّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلٰى ذٰلِكِ * تَابَعَهُ يُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اِسْحٰقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ .

banglainternet.com

৪৫৩১ ইসহাক (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) তাকে বলেছেন, কোন মু'মিন মহিলা রাসূল ﷺ-এর কাছে হিজরত করে এলে, তিনি তাকে

আল্লাহ্‌র এই আয়াতের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতেন– অর্থ ঃ "হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার কাছে এ মর্মে বায়'আত করতে আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না, এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়'আত গ্রহণ করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।) আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৬০ ঃ ১২) উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, যে মু'মিন মহিলা এসব শর্ত মেনে নিত, রাসূল ﷺ তাকে বলতেন, আমি কথার মাধ্যমে তোমাকে বায়'আত করে নিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! বায়'আত গ্রহণকালে কোন নারীর হাত নবী করীম ﷺ -এর হাতকে স্পর্শ করেনি। নারীদেরকে তিনি শুধু এ কথার দ্বারাই বায়'আত করতেন قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَى ذٰلِكَ অর্থাৎ আমি তোমাকে এ কথার ওপর বায়'আত করলাম। ইউনুস, মা'মার ও আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক (র) যুহরীর মাধ্যমে উক্ত বর্ণনার মুতাবআত (সমর্থন) করেছেন। ইসহাক ইব্‌ন রাশিদ, যুহরী থেকে এবং যুহরী উরওয়া ও আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

٢٥٥٩. بَابٌ قَوْلُهُ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

২৫৫৯. **অনুচ্ছেদ ঃ** আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ - "(হে নবী!) মু'মিন নারীগণ যখন তোমার কাছে এ মর্মে বায়'আত করতে আসে।" (৬০ ঃ ১২)

٤٥٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَاَ عَلَيْنَا اَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ امْرَاَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ اَسْعَدَتْنِيْ فُلاَنَةُ اُرِيْدُ اَنْ اَجْزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا

৪৫৩২ আবূ মা'মার (র) ..... উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ -এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছি। এরপর তিনি আমাদের সামনে পাঠ করলেন, "তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থির করবে না।" এরপর তিনি আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করলেন। এ সময় এক মহিলা তার হাত টেনে নিয়ে বলল, অমুক মহিলা আমাকে বিলাপে সহযোগিতা করেছে, আমি তাকে এর বিনিময় দিতে ইচ্ছা করেছি। নবী করীম ﷺ তাকে কিছুই বলেননি। এরপর মহিলাটি উঠে চলে গেল এবং পুনরায় ফিরে আসলো, তখন রাসূল ﷺ তাকে বায়'আত করলেন।

banglainternet.com

٤٥٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالَى وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ ، قَالَ اِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللّٰهُ لِلنِّسَاءِ *

৪৫৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এটা একটা শর্ত, যা আল্লাহ্ তা'আলা নারীদের প্রতি আরোপ করেছেন।

٤٥٣٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنَاهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَتُبَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَسْرِقُوْا وَقَرَاَ اٰيَةَ النِّسَاءِ وَاَكْثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ قَرَاَ الْاٰيَةَ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهٗ ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَسَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهٗ * تَابَعَهٗ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فِى الْاٰيَةِ *

৪৫৩৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) ..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এসব শর্তে আমার কাছে বায়'আত গ্রহণ করবে যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কিছুকে শরীক স্থির করবে না, যিনা করবে না এবং চুরি করবে না। এরপর তিনি নারীদের শর্ত সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করলেন। বর্ণনাকারী সুফয়ান প্রায়ই বলতেন, রাসূল ﷺ আয়াতটি পাঠ করেছেন। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূরণ করবে, আল্লাহ্ তার প্রতিদান দেবেন। আর যে ব্যক্তি এ সবের কোন একটি করে ফেলবে এবং তাকে শাস্তিও দেয়া হবে। এ শাস্তি তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ সবের কোন একটি করে ফেলল এবং আল্লাহ্ তা গোপন রাখলেন, তাহলে এ বিষয়টি আল্লাহ্র কাছে থাকল। তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দেবেন, আর তিনি যদি চান তাহলে তাকে মাফও করে দিতে পারেন। আবদুর রহমান (র) মা'মার (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٥٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ

banglainternet.com

مُسْلِمٍ اَخْبَرَهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيْهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ فَنَزَلَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتّٰى اَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ حَتّٰى فَرَغَ مِنَ الْاٰيَةِ كُلِّهَا ، ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ اَنْتُنَّ عَلَى ذٰلِكَ ، وَقَالَتِ امْرَاَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا يَدْرِىْ الْحَسَنُ مَنْ هِىَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ وَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمَ فِىْ ثَوْبِ بِلَالٍ *

৪৫৩৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) .....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদের সালাতে রাসূল ﷺ সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম এবং আবু বকর (রা), উমর (রা) এবং উসমান (রা)-ও সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা সকলেই খুত্‌বার আগে সালাত আদায় করেছেন। সালাত আদায়ের পর তিনি খুতবা দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্‌র নবী মিম্বর থেকে অবতরণ করেছেন। তখন তিনি যে লোকজনকে হাতের ইশারায় বসাচ্ছিলেন, এ দৃশ্য আমি এখনো যেন দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি লোকদেরকে দু'ভাগ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং মহিলাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে বিলাল (রা)-ও ছিলেন। এরপর তিনি পাঠ করলেন, "হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার কাছে এসে বায়'আত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না এবং তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না।" তিনি পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন। এরপর তিনি আয়াত শেষ করে বললেন, এ শর্ত পূরণে তোমরা রাজি আছ কি ? একজন মহিলা বলল, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ছাড়া আর কোন মহিলা কোন উত্তর দেয়নি। এ মহিলাটি কে ছিল, হাসান (রা) তা জানতেন না। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা দান করো। বিলাল (রা) তাঁর কাপড় বিছিয়ে দিলেন। তখন মহিলারা তাদের রিং ও আংটি বিলাল (রা)-এর কাপড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।

banglainternet.com

سُوْرَةُ الصَّفِّ

সূরা সাফ্‌ফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ مَنْ يَتَّبِعُنِىْ اِلَى اللّٰهِ ، وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : مَرْصُوْصٌ مُلْصَقٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، بِالرَّصَاصِ.

মুজাহিদ (র) বলেন, مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ অর্থ, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার অনুসরণ করবে ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, مَرْصُوْصٌ অর্থ ঐ বস্তু যার এক অংশ অপর অংশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ব্যতীত অপরাপর তাফসীরকারের মধ্যে رُصَاصٍ (মানে শিলা) ধাতু থেকে مَرْصُوْصًا শব্দটির উৎপত্তি।

٢٥٦٠. بَابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ

২৫৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ - "যিনি আমার পরে আসবেন, এবং যার নাম হবে আহ্‌মদ।" (৬১ ঃ ৬)

٤٥٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ لِىْ اَسْمَاءً اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِى الَّذِىْ يَمْحُو اللّٰهُ بِىَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِىَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ *

৪৫৩৬ আবুল ইয়ামান (র) .....জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার অনেকগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহ্‌মাদ এবং আমি মাহী। আমার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কুফরী বিলুপ্ত করবেন। আমি হাশির, আমার পশ্চাতে সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং আমি আকিব, সর্বশেষে আগমনকারী।

banglainternet.com

سُوْرَةُ الْجُمُعَةُ

সূরা জুমু'আ

٢٥٦١. بَابٌ قَوْلُهُ : وَأٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ، وَقَرَأَ عُمَرُ : فَامْضُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

২৫৬১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَأٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ - "এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।" (৬২ ঃ ৩) উমর (রা) فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ -এর স্থলে فَامْضُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ (ধাবিত হও আল্লাহ্‌র দিকে) পড়তেন।

٤٥٣٧ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ ، وَأٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ . قَالَ قُلْتُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتّٰى سَاَلَ ثَلَاثًا وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَلٰى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ اَوْ رَجُلٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ *

৪৫৩৭ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে বসেছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর উপর নাযিল হলো সূরা জুমু'আ, যার একটি আয়াত হলো ঃ "এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।" তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনবার এ কথা জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমাদের মাঝে সালমান ফারসী (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালমান (রা)-এর উপর হাতে রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছে থাকলেও আমাদের কতিপয় লোক অথবা তাদের এক ব্যক্তি তা অবশ্যই পেয়ে যাবে।

banglainternet.com

٤٥٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ

اَخْبَرَنِىْ ثَوْرٌ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ.

৪৫৩৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, আমাদের লোক অথবা তাদের কতিপয় লোক অবশ্যই তা পেয়ে যাবে।

٢٥٦٢. بَابٌ قَوْلُهُ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً

২৫৬২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী: وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً "এবং যখন তারা ব্যবসা (পণ্য দ্রব্য) দেখল।" (৬২:১১)

٤٥٣٩ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ وَعَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقْبَلَتْ عِيْرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَثَارَ النَّاسُ اِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا نِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا *

৪৫৩৯ হাফ্স ইব্ন উমর (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জুমু'আর দিন একটি বাণিজ্য দল আসল, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। বারজন লোক ব্যতীত সকলেই সেদিকে ধাবিত হল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ "এবং যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক, তখন তারা (তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে) তার দিকে ছুটে গেল।" (৬২ ঃ ১১)

سُوْرَةُ الْمُنَافِقُوْنَ

সূরা মুনাফিকূন

٢٥٦٣. قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ، اِلَى لَكَاذِبُوْنَ

২৫৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ "যখন মুনাফিকগণ তোমার কাছে আসে, তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (৬৩ ঃ ১)

banglainternet.com

٤٥٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِىْ غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ يَقُوْلُ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِهِ ، وَلَوْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّىْ اَوْ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَدَعَانِىْ فَحَدَّثْتُهُ ، فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ وَاَصْحَابِهِ فَحَلَفُوْا مَاقَالُوْا ، فَكَذَّبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ فَاَصَابَنِىْ هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِىْ مِثْلُهُ قَطُّ ، فَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ لِىْ عَمِّىْ مَا اَرَدْتَ اِلٰى اَنْ كَذَّبَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَقَتَكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ فَبَعَثَ اِلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقَرَاَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ .

৪৫৪০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা (র) ..... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়কে বলতে শুনলাম, আল্লাহ্র রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা তাঁর থেকে সরে পড়ে এবং সে এও বলল, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই। এ কথা আমি আমার চাচা কিংবা উমর (রা)-এর কাছে বলে দিলাম। তিনি তা নবী ﷺ -এর কাছে ব্যক্ত করলেন। ফলে তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁকে বিস্তারিত এ সব কথা বলে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় এবং তার সাথী-সঙ্গীদের কাছে খবর পাঠালেন, তারা সকলেই কসম করে বলল, এহেন উক্তি তারা করেনি। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কথাকে মিথ্যা ও তার কথাকে সত্য বলে মেনে নিলেন। এতে আমি এরূপ মনঃকষ্ট পেলাম, যেরূপ কষ্ট আর কখনও পাইনি। আমি (মনের দুঃখে) ঘরে বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে তুমি কী রূপে মনে করলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "যখন মুনাফিকগণ তোমার কাছে আসে।" নবী ﷺ আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং এ সূরা পাঠ করলেন। এরপর বললেন, হে যায়দ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

banglainternet.com

٢٥٦٤. بَابُ قَوْلِهِ اتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً يَجْتَنُّوْنَ بِهَا

২৫৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً الاية - "তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে।" (৬৩ ঃ ২)

٤٥٤١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّىْ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ ابْنَ سَلُوْلَ يَقُوْلُ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَقَالَ اَيْضًا : لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّىْ ، فَذَكَرَ عَمِّىْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ وَاَصْحَابِهِ فَحَلَفُوْا مَا قَالُوْا فَصَدَّقَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذَّبَنِىْ ، فَاَصَابَنِىْ هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِىْ مِثْلُهُ فَجَلَسْتُ فِىْ بَيْتِىْ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ ، اِلٰى قَوْلِهِ : هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ، اِلٰى قَوْلِهِ : لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، فَاَرْسَلَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَهَا عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ .

৪৫৪১ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র) ..... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সাথে ছিলাম। এ সময় আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূলকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা আল্লাহ্র রাসূল ﷺ -এর সহচরদের জন্য ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা তার থেকে সরে পড়ে এবং সে এও বলল যে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই। এ কথা আমি আমার চাচার কাছে বলে দিলাম। আমার চাচা তা (রাসূল) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ব্যক্ত করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় এবং তার সাথী-সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা সকলেই কসম করে বলল, তারা এ কথা বলেনি। ফলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কথাকে সত্য এবং আমার কথাকে মিথ্যা মনে করলেন। এতে আমার এরূপ মনঃকষ্ট হল যেরূপ কষ্ট আর কখনও পাইনি। এমনকি আমি ঘরে বসে গেলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : "যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে।" থেকে "তারা বলে আল্লাহ্র রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে" এবং "তথা থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমার সামনে তা তিনি পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন।

banglainternet.com

٢٥٦٥. بَابٌ قَوْلُهُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ لَا يَفْقَهُوْنَ

২৫৬৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী : "এটা এই জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের

হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।" (৬৩ ঃ ৩)

٤٥٤٢ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَلاَمَنِي الأَنْصَارُ ، وَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ مَا قَالَ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ وَنَزَلَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَتُنْفِقُوا الآيَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪৫৪২ আদম (র) ..... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় যখন বলল, "আল্লাহ্র রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না।" এবং এ-ও বলল যে,"যদি আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি..... ।" তখন এ খবর আমি নবী ﷺ-কে জানিয়ে দিলাম। এ কারণে আনসারগণ আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় কসম করে বলল, এহেন কথা সে বলেনি। এরপর আমি বাড়ি ফিরে আসলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমার সত্যতা ঘোষণা করেছেন এবং নাযিল করেছেন – "তারা বলে তোমরা ব্যয় করবে না..... শেষ পর্যন্ত। ইব্ন আবূ যাইদ (র) উক্ত হাদীস যায়দ ইব্ন আরকামের মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٥٦٦. بَابُ قَوْلُهُ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

২৫৬৬.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণীঃ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ الخ - "এবং তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমাদের কাছে প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর, যেন তারা দেয়ালে ঠেকানো স্তম্ভ সদৃশ। তার যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে।" (৬৩ ঃ ৪)

banglainternet.com

٤٥٤٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيٍّ لِأَصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِهِ . وَقَالَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُبَيٍّ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ مَا فَعَلَ ، قَالُوْا كَذَبَ زَيْدٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ مِمَّا قَالُوْا شِدَّةٌ حَتّٰى أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقِيْ فِيْ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ ، فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُؤُسَهُمْ .

৪৫৪৩ আমর ইব্‌ন খালিদ (র) ..... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। সফরে এক কঠিন অবস্থা লোকদেরকে গ্রাস করে নিল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় তার সাথী-সঙ্গীদেরকে বলল, "আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে যারা তার আশে পাশে আছে।" সে এও বলল, "আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদের বহিষ্কৃত করবেই।" (এ কথা শুনে) আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে এ সম্পর্কে খবর দিলাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়কে ডেকে পাঠালেন। সে অতি জোর দিয়ে কসম খেয়ে বলল, এ কথা সে বলেনি। তখন লোকেরা বলল, যায়দ রাসূল ﷺ-এর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। তাদের এ কথায় আমার দারুণ মনঃকষ্ট হল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার সত্যতা সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করলেনঃ "যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে।" এরপর নবী ﷺ তাদেরকে ডাকলেন, যাতে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, "কিন্তু তারা তাদের মাথা ফিরিয়ে নিল।"

٢٥٦٧. بَابُ قَوْلُهُ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ، قَالَ كَانُوْا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ

২৫৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ - "দেয়ালে ঠেকানো কাষ্ঠ স্তম্ভ।" রাবী বলেন, তারা অত্যন্ত সুন্দর দেহের অধিকারী পুরুষ ছিল।

banglainternet.com

٢٥٦٨. بَابُ قَوْلُهُ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ ، حَرَّكُوْا اِسْتَهْزَوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ وَيُقْرَأُ بِالتَّخْفِيْفِ مِنْ لَوَيْتُ *

২৫৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ - "যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এস, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ, তারা দম্ভ ভরে ফিরে যায়।" (৬৩ ঃ ৫)

لَوَّوْا - তারা মাথা নেড়ে নবী ﷺ -এর সাথে বিদ্রূপ করত। কেউ কেউ لَوَّوْا শব্দটিকে لَوَيْتُ – (تَخْفِيْف সহকারে) পড়ে থাকেন।

٤٥٤٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّيْ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ اِبْنَ سَلُوْلَ يَقُوْلُ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَلَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّيْ فَذَكَرَ عَمِّيْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَصَدَّقَهُمْ فَاَصَابَنِيْ غَمٌّ لَمْ يُصِبْنِيْ مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِيْ بَيْتِيْ ، وَقَالَ عَمِّيْ مَا اَرَدْتَ اِلٰى اَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَقَتَكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَاَرْسَلَ اِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَاَهَا وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ .

৪৫৪৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) ..... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সাথে ছিলাম। এ সময় শুনলাম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল বলছে, "আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না যতক্ষণ না, তারা সরে পড়ে" এবং "আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই।" এ কথা আমি আমার চাচার কাছে উল্লেখ করলাম। আমার চাচা তা নবী ﷺ -এর কাছে ব্যক্ত করলেন, নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি বিস্তারিতভাবে এ কথা তাঁর কাছে বলে দিলাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ও তার সাথী-সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা সকলেই কসম করে বলল, এ কথা তারা বলেনি। ফলে নবী ﷺ আমাকে মিথ্যাবাদী ও তাদেরকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করলেন। এতে আমি এমন দুঃখ পেলাম যে, এমন দুঃখ আর কখনও পাইনি। এরপর আমি ঘরে বসে গেলাম। তখন আমার চাচা আমাকে বললেন,

banglainternet.com

এমন কাজের কেন সংকল্প করলে, যার ফলে নবী ﷺ তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন? এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ "যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল," তখন নবী ﷺ আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং সূরাটি আমার সামনে তিলাওয়াত করলেন ও বললেন, আল্লাহ্ তোমায় সত্যবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

٢٥٦٩. بَابُ قَوْلُهُ : سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ

২৫৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ - "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (৬৩ ঃ ৬)

٤٥٤٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا فِىْ غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِىْ جَيْشٍ ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ ، رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ يَالَلْاَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ يَالَلْمُهَاجِرِيْنَ ، فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ ، رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ فَقَالَ فَعَلُوْهَا اَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِىْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ اَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ ثُمَّ اِنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ كَثُرُوْا بَعْدُ قَالَ سُفْيَانُ فَحَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرًا كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ .

banglainternet.com

৪৫৪৫ আলী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা উপস্থিত ছিলাম। বর্ণনাকারী সুফয়ান (র) একবার غَزْوَة -এর স্থলে جَيْش বর্ণনা করেছেন। এ সময় জনৈক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করলেন। তখন আনসারী হে আনসারী ভাইগণ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং মুহাজির সাহাবী, ওহে মুহাজির ভাইগণ ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাসূল ﷺ তা শুনে বললেন, কী খবর, আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতের মত ডাকাডাকি করছ কেন? তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করেছে। তিনি বললেন, এরূপ ডাকাডাকি ছেড়ে দাও। এটা অত্যন্ত গন্ধময় কথা। এরপর ঘটনাটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়ের কানে পৌছল, সে বলল, আচ্ছা, মুহাজিররা কি এ কাজ করেছে ? "আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকেদেরকে বহিষ্কৃত করবেই।" এ কথা নবী ﷺ -এর কাছে পৌছল। তখন উমর (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এক্ষুণি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছি। নবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেন। জাবির (রা) বলেন, মুহাজিররা যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন, তখন মুহাজিরদের তুলনায় আনসাররা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। অবশ্য পরে মুহাজিররা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যান। সুফয়ান (র) ..... বলেন, এ হাদীসটি আমি আমর (র) থেকে মুখস্থ করেছি। আমর (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম।

٢٥٧٠. بَابٌ قَوْلُهُ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَيَفْقَهُوْنَ *

২৫৭০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى - يَنْفَضُّوْا وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَفْقَهُوْنَ "তারাই বলে, আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহ্‌রই! কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।" (৬৩ ঃ ৭)

٤٥٤٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ حَزِنْتُ عَلَى مَنْ اُصِيْبَ بِالْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ اِلَىَّ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِىْ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِىْ اَبْنَاءِ اَبْنَاءِ

banglainternet.com

الْاَنْصَارِ فَسَأَلَ اَنَسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِىْ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الَّذِىْ اَوْفَى اللّٰهُ لَهُ بِاُذُنِهِ .

৪৫৪৬ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাররায় যাদেরকে শহীদ করা হয়েছিল তাদের খবর শুনে শোকাহত হয়েছিলাম। আমার এ শোকের সংবাদ যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-এর কাছে পৌছলে তিনি আমার কাছে পত্র লিখেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ্ ! আনসার ও আনসারদের সন্তানদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। এ দোয়ার মাঝে রাসূল ﷺ আনসারদের তাদের সন্তানদের ও তাদের সন্তানদের জন্য দোয়া করেছেন কিনা এ ব্যাপারে ইব্ন ফায্ল (রা) সন্দেহ করেছেন। এ ব্যাপারে আনাস (রা) তার কাছে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাউকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) ঐ ব্যক্তি যার শ্রবণ করাকে আল্লাহ্ পাক সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

٢٥٧١. بَابٌ قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ : لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

২৫৭১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ - وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ - "তারা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদের বহিষ্কৃত করবেই। কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্রই, আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের। তবে মুনাফিকরা তা জানে না।" (৬৩ ঃ ৮)

٤٥٤٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا فِىْ غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ يَا لَلْاَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ ، فَسَمِعَهُمَا اللّٰهُ رَسُوْلُهُ ﷺ قَالَ مَا هٰذَا ؟ فَقَالُوْا كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ يَالَلْاَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ يَالَلْمُهَاجِرِيْنَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ قَالَ جَابِرٌ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ اَكْثَرَ ، ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُوْنَ بَعْدُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ اَوَقَدْ فَعَلُوْا وَاللّٰهِ لَئِنْ

banglainternet.com

رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ *

৪৫৪৭ হুমায়দী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম। জনৈক মুহাজির আনসারদের এক ব্যক্তিকে নিতম্বে আঘাত করলেন। তখন আনসারী সাহাবী "হে আনসারী ভাইগণ !" বলে এবং মুহাজির সাহাবী "হে মুহাজির ভাইগণ !" বলে ডাক দিলেন। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের কানে এ কথা পৌঁছিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এ কী ধরনের ডাকাডাকি ? উপস্থিত লোকেরা বললেন, জনৈক মুহাজির ব্যক্তি এক আনসারী ব্যক্তির নিতম্বে আঘাত করেছে। আনসারী ব্যক্তি "হে আনসারী ভাইগণ !" বলে এবং মুহাজির ব্যক্তি "হে মুহাজির ভাইগণ !" বলে নিজ নিজ গোত্রকে ডাক দিলেন। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, এ ধরনের ডাকাডাকি ছেড়ে দাও। এগুলো অত্যন্ত দুর্গন্ধময় কথা। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন তখন আনসার সাহাবিগণ ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। পরে মুহাজিরগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যান। এ সব কথা শুনার পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় বলল, সত্যিই তারা কি এমন করেছে ? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই। তখন ওমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ বললেন, উমর! তাকে ছেড়ে দাও, যেন লোকেরা এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করছেন।

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ

সূরা তাগাবুন

وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، هُوَ الَّذِىْ اِذَا اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ رَضِىَ وَعَرَفَ اَنَّهَا مِنَ اللّٰهِ

আলকামা (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ - "এবং যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন।" (৬৪ : ১১) -এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা এমন লোককে বোঝানো হয়েছে, যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং এ কথা মনে করে যে, এ বিপদ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতেই এসেছে।

banglainternet.com

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ

সূরা তালাক

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَبَالَ أَمْرِهَا جَزَاءَ أَمْرِهَا

মুজাহিদ (র) বলেন, وَبَالَ أَمْرِهَا অর্থ جَزَاءَ أَمْرِهِ মানে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি।

٤٥٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ فَإِنَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ .

৪৫৪৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর উমর (রা) তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। এরপর তিনি বললেন, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়। এরপর পবিত্রাবস্থা না আসা পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দিক। এরপর ঋতু এসে আবার পবিত্র হলে তখন যদি তালাক দেয়ার প্রয়োজন মনে করে তাহলে পবিত্রাবস্থায় স্পর্শ করার পূর্বে সে যেন তাকে তালাক প্রদান করে। আল্লাহ্ যে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, এটি সেই ইদ্দত।

٢٥٧٢. بَابٌ قَوْلُهُ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ، وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمْلٍ

২৫৭২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ "এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্কে যে ভয় করে, আল্লাহ্ তার সমস্যা সহজে সমাধান করে দিবেন।" (৬৫ ঃ ৪) وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ -এর একবচন ذَاتُ حَمْلٍ

banglainternet.com

٤٥٤٩ حَدَّثَنَا سَعْدُ ابْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِيْ فِيْ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، قُلْتُ أَنَا وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِيْ ، يَعْنِيْ أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا ، فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيْمَنْ خَطَبَهَا * وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِيْ حَلْقَةٍ فِيْهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُوْنَهُ ، فَذَكَرَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيْثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَّنَ لِيْ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّيْ إِذًا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِيْ نَاحِيَةِ الْكُوْفَةِ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ ، فَلَقِيْتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِيْ حَدِيْثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ أَتَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا التَّغْلِيْظَ ، وَلَا تَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلَى وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *

banglainternet.com

৪৫৪৯ সা'দ ইব্ন হাফস (র) ..... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এলেন এবং

বললেন, এক মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর বাচ্চা প্রসব করেছে। সে এখন কিভাবে ইদ্দত পালন করবে, এ বিষয়ে আমাকে ফতোয়া দিন। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, ইদ্দত সম্পর্কিত হুকুম দু'টির যেটি দীর্ঘ, তাকে সেটি পালন করতে হবে। আবু সালামা (র) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র হুকুম তো হলঃ গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আবূ সালামার সাথে আছি। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর ক্রীতদাস কুরায়বকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করার জন্য উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তিনি বললেন, সুবায়আ আসলামিয়া (রা)-এর স্বামীকে হত্যা করা হল, তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপরই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন। যারা তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আবুস্ সানাবিল তাদের মধ্যে একজন। (অন্য এক সনদে) সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ও আবুন নু'মান, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ ও আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ঐ মজলিশে ছিলাম, যেখানে আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র)-ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি ইদ্দত সম্পর্কিত হুকুম দু'টি থেকে দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হুকুমটির" কথা উল্লেখ করলে আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবার বরাত দিয়ে সুবায়আ বিন্ত হারিছ আসলামিয়্যা (র) সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করলাম। মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (র) বলেন, এতে তাঁর কতিপয় সঙ্গী-সাথী আমাকে থামিয়ে দিল। তিনি বলেন, আমি বুঝলাম, তারা আমার হাদীসটি অস্বীকার করছে। তাই আমি বললাম, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা (র) কূফাতে এখনও জীবিত আছেন, এমতাবস্থায় যদি আমি তাঁর নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বলি, তাহলে এতে আমার চরম দুঃসাহসিকতা দেখানো হবে। এ কথা শুনে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা লজ্জিত হলেন এবং বললেন, কিন্তু তার চাচা তো এ হাদীস বর্ণনা করেন নি। তখন আমি আবূ আতিয়া মালিক ইব্ন আমিরের সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সুবায়আ (রা)-এর হাদীসটি বর্ণনা করে আমকে শোনাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, (এ বিষয়ে) আপনি আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে কোন কথা শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমরা আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি সহজ পন্থা অবলম্বন না করে কঠোরতা অবলম্বন করতে চাচ্ছ? সূরা নিসা আল্‌কুসরা এরপরে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ

সূরা তাহরীম

٢٥٧٣. بَابٌ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ .

banglainternet.com

২৫৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - "হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? "তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৬৬ ঃ ১)

٤٥٥٠. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *

৪৫৫০ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ির (রা) থেকে বর্ণিত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এরূপ হারাম করে নেয়ার ক্ষেত্রে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ-ও বলেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা।"

٤٥٥١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ إِنِّيْ أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ ، قَالَ لاَ وَلٰكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ لاَ تُخْبِرِيْ بِذٰلِكَ أَحَدًا .

৪৫৫১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যয়নব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা)-এর কাছে মধু পান করতেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। তাই আমি এবং হাফ্‌সা একমত হলাম যে, আমাদের যার ঘরেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসবেন, সে তাঁকে বলবে, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন ? আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি বললেন, না, বরং আমি যয়নব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা)-এর ঘরে মধু পান করেছি। তবে আমি কসম করলাম, আর কখনও মধু পান করব না। তুমি এ বিষয়টি আর কাউকে জানাবে না।

٢٥٧٤. بَابٌ قَوْلُهُ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ .

২৫৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী: تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ - "তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ।"(৬৬ঃ১)

banglainternet.com

٢٥٧٥. بَابٌ قَوْلُهُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

২৫৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ - "আল্লাহ্ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের সহায় ; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (৬৬ ঃ ২)

٤٥٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً اُرِيْدُ اَسْاَلُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ عَنْ اٰيَةٍ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَسْاَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتّٰى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ ، عَدَلَ اِلَى الْاَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ ، قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتّٰى فَرَغَ ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اَزْوَاجِهِ ، فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ، قَالَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لاُرِيْدُ اَنْ اَسْاَلَكَ عَنْ هٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا اَسْتَطِيْعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ اَنْ عِنْدِيْ مِنْ عِلْمٍ فَاسْاَلْنِيْ فَاِنْ كَانَ لِيْ عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نُعُدُّ لِلنِّسَاءِ اَمْرًا حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِنَّ مَا اَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ ، قَالَ فَبَيْنَا اَنَا فِيْ اَمْرٍ تَاَمَّرُهُ اِذْ قَالَتِ امْرَاَتِيْ لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَالَكِ وَلِمَا هَاهُنَا فِيْهَا تَكَلُّفُكِ فِيْ اَمْرٍ اُرِيْدُهُ ، فَقَالَتْ لِيْ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيْدُ اَنْ تُرَاجِعَ اَنْتَ وَاِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانًا ، فَقَامَ عُمَرُ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةُ اِنَّكِ لَتُرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللّٰهِ اِنَّا لَنُرَاجِعُهُ ، فَقُلْتُ تَعْلَمِيْنَ اَنِّيْ اُحَذِّرُكِ عُقُوْبَةَ اللّٰهِ ، وَغَضَبَ رَسُوْلِهِ يَا بُنَيَّةُ لاَ تَغُرَّنَّكِ

banglainternet.com

هٰذِهِ الَّتِىْ اَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاهَا يُرِيْدُ عَائِشَةَ ، قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِىْ مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى تَبْتَغِىْ اَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَزْوَاجِهِ ، فَاَخَذَتْنِىْ وَاللّٰهِ اَخَذًا كَسَرَتْنِىْ عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ اَجِدُ ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِىْ صَاحِبٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِذَا غِبْتُ اَتَانِىْ بِالْخَبَرِ ، وَاِذَا غَابَ كُنْتُ اَنَا اَتِيْهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوْكِ غَسَّانَ ذُكِرَلَنَا اَنَّهُ يُرِيْدُ اَنْ يَسِيْرَ اِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلَاَتْ صُدُوْرُنَا مِنْهُ ، فَاِذَا صَاحِبِىَ الْاَنْصَارِىُّ يَدُقُّ الْبَابَ ، فَقَالَ اَفْتَحْ اَفْتَحْ ، فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِىُّ ، فَقَالَ بَلْ اَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ اِعْتَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغِمَ اَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ فَاَخَذْتُ ثَوْبِىْ فَاَخْرُجُ حَتّٰى جِئْتُ ، فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْوَدُ عَلٰى رَاْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاَذِنَ لِىْ ، قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيْثَ اُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّهُ لَعَلٰى حَصِيْرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَىْءٌ وَتَحْتَ رَاْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ اُدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ ، وَاِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوْبًا ، وَعِنْدَ رَاْسِهِ اَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَرَاَيْتُ اَثَرَ الْحَصِيْرِ فِىْ جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اِنَّ كِسْرٰى وَقَيْصَرَ فِيْمَا هُمَا فِيْهِ ، وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةُ *

banglainternet.com

৪৫৫২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি এক বছর অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের ভয়ে আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে সক্ষম হইনি। অবশেষে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে, আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা যখন কোন একটি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি পিলু বৃক্ষের আড়ালে গেলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি প্রয়োজন সেরে না আসা পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে পথ চলতে চলতে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! নবী ﷺ -এর স্ত্রীদের কোন্ দু'জন তার বিপক্ষে একমত হয়ে পরস্পর একে অন্যকে সহযোগিতা করেছিলেন ? তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন হল হাফসা ও আয়েশা (রা)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য এক বছর যাবত ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আপনার ভয়ে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তখন উমর (রা) বললেন, অমন করবে না। যে বিষয়ে তুমি মনে করবে যে, আমি তা জানি, তা আমাকে জিজ্ঞেস করবে। এ বিষয়ে আমার জানা থাকলে আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। তিনি বলেন, এরপর উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! জাহেলী যুগে মহিলাদের কোন অধিকার আছে বলে আমরা মনে করতাম না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে যে বিধান নাযিল করার ছিল তা নাযিল করলেন এবং তাদের হক হিসাবে যা নির্দিষ্ট করার ছিল তা নির্দিষ্ট করলেন। তিনি বলেন, একদিন আমি কোন এক বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলাম, এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, কাজটি যদি তুমি এভাবে এভাবে কর (তাহলে ভাল হবে)। আমি বললাম, তোমার কী প্রয়োজন ? এবং আমার কাজে তোমার এ অনধিকার চর্চা কেন। সে আমাকে বলল, হে খাত্তাবের বেটা! কি আশ্চর্য, তুমি চাও না যে, আমি তোমার কথার উত্তর দান করি অথচ তোমার কন্যা হাফ্‌সা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথার পৃষ্ঠে কথা বলে থাকে। এমনকি একদিন তো সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাগান্বিত করে ফেলে। এ কথা শুনে উমর (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চাদরখানা নিয়ে তার বাড়িতে চলে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, বেটী! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথার প্রতি-উত্তর করে থাক। ফলে তিনি দিনভর মনঃক্ষুণ্ন থাকেন। হাফ্‌সা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো অবশ্যই তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকি। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম, জেনে রাখ! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সতর্ক করছি। রূপ-সৌন্দর্যের কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভালবাসা যাকে গর্বিতা করে রেখেছে, সে যেন তোমাকে প্রতারিত না করতে পারে। এ কথা বলে উমর (রা) আয়েশা (রা)-কে বোঝাচ্ছিলেন। উমর (রা) বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম ও এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম। কারণ, তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তখন উম্মে সালামা (রা) বললেন, হে খাত্তাবের বেটা! কি আশ্চর্য, তুমি প্রত্যেক ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করছ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তার স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছ। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমাকে এমন কঠোরভাবে ধরলেন যে, আমার গোস্বাকে একেবারে শেষ করে দিলেন। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে চলে আসলাম। আমার একজন আনসার বন্ধু ছিল। যদি আমি কোন মজলিশ থেকে অনুপস্থিত থাকতাম তাহলে সে এসে মজলিশের খবর আমাকে জানাত। আর সে যদি অনুপস্থিত থাকত তাহলে আমি এসে তাকে মজলিশের খবর জানাতাম। সে সময় আমরা গাস্‌সানী বাদশাহ্‌র আক্রমণের আশংকা করছিলাম। আমাদেরকে বলা

banglainternet.com

হয়েছিল যে, সে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করেছে। তাই আমাদের হৃদয়-মন এ ভয়ে শংকিত ছিল। এমন সময় আমার আনসার বন্ধু এসে দরজায় করাঘাত করে বললেন, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন। আমি বললাম, গাস্‌সানীরা এসে পড়েছে নাকি ? তিনি বললেন, বরং এর চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছেন। তখন আমি বললাম, হাফ্‌সা ও আয়েশার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক। এরপর আমি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে চলে আসলাম। গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি উঁচু টোঙে অবস্থান করছেন। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে পৌছতে হয়। সিঁড়ির মুখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন কালো গোলাম বসা ছিল। আমি বললাম, বলুন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব এসেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন, আমি তাঁকে এসব ঘটনা বললাম, এক পর্যায়ে আমি যখন উম্মে সালামার কথোপকথন পর্যন্ত পৌছলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসলেন। এ সময় তিনি একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। চাটাই এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাঝে আর কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ এবং পায়ের কাছে ছিল সলম বৃক্ষের পাতার একটি স্তূপ ও মাথার উপর লটকানো ছিল চামড়ার একটি মশক। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক পার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললে তিনি বললেন, তুমি কেন কাঁদছ ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিসরা ও কায়সার পার্থিব ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবে আছে, অথচ আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি পছন্দ করো না যে, তারা দুনিয়া লাভ করুক, আর আমরা আখিরাত লাভ করি।

٢٥٧٦. بَابُ قَوْلُهُ : وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا . فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهِ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ . فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا . قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ، فِيْهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

২৫৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا . فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهِ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ . فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا . قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ -"স্মরণ কর, নবী তাঁর সহধর্মিণীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন। যখন সে তা অন্যকে বলে দিল এবং আল্লাহ্ নবী ﷺ-কে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী ﷺ এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু অব্যক্ত রাখলেন। যখন নবী ﷺ তা তাঁর সে স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বলল, কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করল ? নবী ﷺ বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।" (৬৬ ঃ ৩) এ বিষয়ে আয়েশা (রা)-ও এক হাদীস নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٤٥٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْجُعْفِيُّ

قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ ، فَقُلْتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا أَتْمَمْتُ كَلاَمِيْ حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ .

৪৫৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুগীরা আল-জুফী (রা) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করলাম। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণীদের কোন্ দু'জন তাঁর ব্যাপারে একমত হয়ে পরস্পর একে অন্যকে সহযোগিতা করেছিলেন ? আমি আমার কথা শেষ করতে না করতেই তিনি বললেন, আয়েশা এবং হাফসা (রা)।

٢٥٧٧. بَابٌ قَوْلُهُ : اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ، صَغَوْتُ وَأَصْغَيْتُ مِلْتُ ، لِتَصْغَى لِتَمِيْلَ

২৫৭৭.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا - "যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। (৬৬ ঃ 8) صَغَوْتُ এবং أَصْغَيْتُ (ثلاثى مجرد ومزيد فيه) উভয়ের অর্থ- مِلْتُ মানে-আমি ঝুঁকে পড়েছি। لِتَصْغَى অর্থ- لِتَمِيْلَ মানে যেন সে অনুরাগী হয়, ঝুঁকে পড়ে।

٢٥٧٨. بَابٌ قَوْلُهُ وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ظَهِيْرٌ عَوْنٌ ، تَظَاهَرُوْنَ تَعَاوَنُوْنَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ ، أَوْصُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَأَدِّبُوْهُمْ *

২৫৭৮.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ - "কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহই তাঁর বন্ধু এবং জিব্রাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও। উপরন্তু অন্যান্য ফেরেশতাও তাঁর সাহায্যকারী। (৬৬ ঃ 8) ظَهِيْرٌ অর্থ عَوْنٌ মানে সাহায্যকারী تَظَاهَرُوْنَ মানে تَعَاوَنُوْنَ -পরস্পর তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ। মুজাহিদ (র) বলেন, قُوْا أَنْفُسَكُمْ

banglainternet.com

وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَدِّبُوهُمْ - তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে, তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য ওসীয়ত কর এবং তাদেরকে আদব শিক্ষা দাও।

٤٥٥٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَكَثْتُ سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا ، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًّا ، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ أَدْرِكْنِي بِالْوَضُوءِ ، فَأَدْرَكْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ ، فَجَعَلْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا ، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي، حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ .

৪৫৫৪ হুমায়দী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দু'জন মহিলা নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে পরস্পর একে অন্যকে সাহায্য করেছিল, তাদের সম্পর্কে উমর (রা)-কে আমি জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা করছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞেস করার সুযোগ না পেয়ে আমি এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অবশেষে একবার হজ্জ করার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে আমি যাত্রা করলাম। আমরা 'যাহ্‌রান' নামক স্থানে পৌঁছলে উমর (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে গেলেন। এরপর আমাকে বললেন, আমার জন্য ওযুর পানির ব্যবস্থা কর। আমি পাত্র ভরে পানি নিয়ে আসলাম এবং ঢেলে দিতে লাগলাম। প্রশ্ন করার সুযোগ মনে করে আমি তাঁকে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! ঐ দু'জন মহিলা কারা, যারা পরস্পর একে অন্যকে সাহায্য করেছিল ? ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি আমার কথা শেষ করতে না করতেই তিনি বললেন, আয়েশা ও হাফ্‌সা (রা)।

٢٥٧٩. بَابُ قَوْلُهُ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

২৫৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا - "যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর প্রতিপালক সত্বরত তাঁকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।" (৬৬ ঃ ৫)

banglainternet.com

٤٥٥٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اِجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : عَسٰى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ

৪৫৫৫ আমর ইব্‌ন আউন (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ-কে সচেতন করার জন্য তাঁর সহধর্মিণীগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, যদি নবী ﷺ তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে তাঁর প্রতিপালক সম্ভবত তাঁকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

سُوْرَةُ الْمُلْكُ

সূরা মুল্‌ক

التَّفَاوُتُ الاِخْتِلاَفُ ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَاحِدٌ، تَمَيَّزُ تَقَطَّعُ، مَنَاكِبِهَا جَوَانِبِهَا، تَدَّعُوْنَ وَتَدْعُوْنَ، مِثْلُ تَذَّكَّرُوْنَ وَتَذْكُرُوْنَ، وَيَقْبِضْنَ يَضْرِبْنَ بِاَجْنِحَتِهِنَّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَافَّاتٍ بُسْطٍ اَجْنِحَتِهِنَّ، وَنُفُوْرٌ الْكُفُوْرُ

التَّفَاوُتُ অর্থ বিভিন্নতা। التَّفَاوُتُ এবং التَّفَوُّتُ শব্দ দু'টো একই অর্থবোধক। تَمَيَّزُ অর্থ টুকরো হয়ে যাবে বা ফেটে পড়বে। مَنَاكِبِهَا অর্থ তার দিগদিগন্ত। تَدَّعُوْنَ এবং تَدْعُوْنَ বাক্যদ্বয় تَذَّكَّرُوْنَ ও تَذْكُرُوْنَ -এর মতই। يَقْبِضْنَ অর্থ তারা তাদের পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। মুজাহিদ (র) বলেন, صَافَّاتٍ অর্থ তারা তাদের পাখা বিস্তার করে। نُفُوْرٌ অর্থ কুফর ও সত্যবিমুখতা।

سُوْرَةُ الْقَلَمِ

সূরা কলম

banglainternet.com

وَقَالَ قَتَادَةُ : حَرْدٍ جِدٍّ فِي اَنْفُسِهِمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّا لَضَالُّوْنَ

اَضْلَلْنَا مَكَانَ جَنَّتِنَا . وَقَالَ غَيْرُهُ : كَالصَّرِيْمِ كَالصُّبْحِ انْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ انْصَرَمَ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ اَيْضًا كُلُّ رَمْلَةٍ انْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ ، وَالصَّرِيْمُ اَيْضًا الْمَصْرُوْمُ مِثْلُ قَتِيْلٍ وَمَقْتُوْلٍ .

কাতাদা (র) বলেন, حَرْدٍ অর্থ جِدٍّ فِى اَنْفُسِهِمْ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اِنَّا لَضَالُّوْنَ অর্থ আমরা আমাদের জান্নাতের স্থানের কথা ভুলে গিয়েছি। ইব্ন আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্যকার বলেছেন, كَالصَّرِيْمِ অর্থ রাত থেকে বিচ্ছিন্ন প্রভাতের মত বা দিন থেকে বিচ্ছিন্ন রাতের মত। صَرِيْمٌ ঐ বালুকণাকেও বলা হয় যা বালুস্তূপ হতে বিচ্ছিন্ন । مَصْرُوْمٌ - صَرِيْمٌ শব্দদ্বয় قَتِيْلٍ এবং مَقْتُوْلٍ -এর মত।

٢٥٨٠. بَابٌ قَوْلُهُ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ

২৫৮০.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ - "রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।" (৬৮ ঃ ১৩)

٤٥٥٦ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ *

৪৫৫৬ মাহ্মুদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ (রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ ব্যক্তিটি হলো কুরাইশ গোত্রের এমন এক ব্যক্তি, যার ঘাড়ে বকরীর চিহ্নের মত একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল।

٤٥٥٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِىَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ .

banglainternet.com

৪৫৫৭ আবূ নুআঈম (র) ..... হারিস ইব্ন ওয়াহাব খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের পরিচয় বলব না ? তারা দুর্বল এবং

অসহায় ; কিন্তু তাঁরা যদি কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বসেন, তাহলে তা পূরণ করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় বলব না ? যারা রূঢ় স্বভাব, অধিক মোটা এবং অহংকারী তারাই জাহান্নামী।

٢٥٨١. بَابٌ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ *

২৫৮১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ -"স্মরণ কর, সে চরম সংকট দিনের কথা।" (সূরা কালাম) (৬৮ ঃ ৪২)

٤٥٥٨ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُوْلُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا *

৪৫৫৮ আদম (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমাদের প্রতিপালক যখন তার কুদরতী পায়ের গোড়ালির জ্যোতি বিকীর্ণ করবেন, তখন ঈমানদার নারী ও পুরুষ সবাই তাকে সিজ্‌দা করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো ও প্রচারের জন্য সিজ্‌দা করত, তারা কেবল অবশিষ্ট থাকবে। তারা সিজ্‌দা করতে ইচ্ছা করলে তাদের পৃষ্ঠদেশ একখণ্ড কাষ্ঠফলকের মত শক্ত হয়ে যাবে।

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ

সূরা হাক্‌কা

عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ يُرِيْدُ فِيْهَا الرِّضَا الْقَاضِيَةَ الْمَوْتَةَ الْأُوْلَى الَّتِيْ مُتُّهَا لَمْ أُوْحِيْ بَعْدَهَا مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ أَحَدٌ يَكُوْنُ لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْوَتِيْنُ نِيَاطُ الْقَلْبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَغَى كَثُرَ وَيُقَالُ

banglainternet.com

بِالطَّاغِيَةِ بِطُغْيَانِهِمْ وَيُقَالُ طَغَتْ عَلَى الْخُزَّانِ كَمَا طَغَى الْمَاءُ عَلَى قَوْمِ نُوْحٍ *

عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ অর্থ সন্তোষজনক জীবন। الْقَاضِيَةَ অর্থ প্রথম মৃত্যুটাই যদি এমন হত যে, তারপর আর জীবিত না করা হত। مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ অর্থ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে। احد শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, الْوَتِيْنَ অর্থ হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত রগ। ইব্ন আব্বাস (রা) আরো বলেন, طَغَى অর্থ অতিরিক্ত হয়েছে বা অধিক হয়েছে। বলা হয় بِالطَّاغِيَةِ অর্থ তাদের বিদ্রোহ এবং কুফ্রীর কারণে طَغَتْ عَلَى الْخُزَّانِ অর্থ বায়ু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং সামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছে যেমন পানি নূহ্ সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ

সূরা মা'আরিজ

اَلْفَصِيْلَةُ اَصْغَرُ اٰبَائِهِ الْقُرْبٰى إِلَيْهِ يَنْتَمِيْ مَنِ انْتَمٰى لِلشَّوٰى اَلْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ وَالْاَطْرَفُ وَجِلْدَةُ الرَّاسِ يُقَالُ لَهَا شَوَاةٌ وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلٍ فَهُوَ شَوًى وَالْعِزُوْنَ الْخَلْقُ الْجَمَاعَاتُ وَاحِدُهَا عِزَةٌ *

اَلْفَصِيْلَةُ অর্থ তাদের পূর্ব-পুরুষদের থেকে সর্বাধিক নিকটাত্মীয়, যাদের থেকে তারা পৃথক হয়েছে এবং যাদের দিকে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়। لِلشَّوٰى অর্থ দু'হাত, দু'পা, শরীরের বিভিন্ন প্রান্ত ভাগ এবং মাথার চামড়া সবগুলোকে شَوَاةٌ বলা হয়। الْعِزُوْنَ অর্থ দলসমূহ। এর একবচন عِزَةٌ।

سُوْرَةُ نُوْحٍ

সূরা নূহ

banglainternet.com

أَطْوَارًا طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا يُقَالُ غَدَ طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ وَالْكُبَّارُ أَشَدُّ

مِنَ الْكِبَارِ وَكَذَالِكَ جُمَّالٌ وَجَمِيْلٌ لِاَنَّهَا اَشَدُّ مُبَالَغَةً وَكُبَّارُ الْكَبِيْرُ وَكُبَّارًا اَيْضًا بِالتَّخْفِيْفِ وَالْعَرَبُ تَقُوْلُ رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ وَحُسَانٌ مُخَفَّفٌ وَجَمَالٌ مُخَفَّفٌ دَايَّارًا مِنْ دَوْرٍ وَلَكِنَّهُ فَيْعَالٌ مِنَ الدَّوْرَانِ كَمَا قَرَأَ عُمَرُ الْحَيُّ الْقَيَّامُ وَهِيَ مِنْ قُمْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ: دَيَّارًا أَحَدًا ، تَبَارًا هَلَاكًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِدْرَارًا يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَقَارًا عَظَمَةً .

طَوَارًا অর্থ পর্যায়ক্রমে, বলা হয়। غَدَا طَوْرَهُ -সে তার মর্যাদাকে অতিক্রম করে গেছে। الكُبَّارُ (بالتشديد) -এর তুলনায় الكُبَّارُ (بالتَخْفِيْف) -এর অর্থের মাঝে কিছু আধিক্য ও কঠোরতা বিদ্যমান আছে। এমনিভাবে جُمَّالٌ -এর মাঝে جَمِيلٌ -এর তুলনায় অধিকতর সৌন্দর্যের অর্থ বিদ্যমান আছে। كُبَّارُ ও كُبَّارُ الْكَبِيْرُ (بالتَخْفِيْف) -এর অবস্থা অনুরূপই। আরবীয় লোকেরা তাশ্‌দীদের সাথে رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ -ও বলেন, এমনিভাবে তাখ্‌ফীফের সাথে رَجُلٌ حُسَانٌ وَجُمَالٌ -ও বলে থাকেন। دَيَّارًا শব্দটির উৎপত্তি دَوْرٌ ধাতু থেকে। তবে যদি তাকে فَيْعَالٌ -এর ওযনে ধরা হয় তাহলে এর উৎপত্তি হবে دَوْرَاتٌ শব্দমূল থেকে। যেমন, উমর (রা) الحَيُّ الْقَيَّامُ পড়েছেন। قُمْتُ থেকে قَيَّامُ শব্দটির উৎপত্তি। অন্যান্য মুফাস্‌সির বলেছেন, دَيَّارًا أَحَدًا অর্থ মানে কাউকে। تَبَارًا অর্থ هَلَاكًا ধ্বংস। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, مِدْرَارًا অর্থ একটি অপরটির পেছনে। وَقَارًا আযমত, শ্রেষ্ঠত্ব।

٢٥٨٢. بَابٌ قَوْلُهُ وُدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا

২৫৮২.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وُدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا - "তোমরা পরিত্যাগ করবে না ওয়াদ্‌, সুওয়া'আ, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাস্‌রকে।" (৭১ ঃ ২৩)

٤٥٥٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَارَتِ الْاَوْثَانُ بِالَّتِى كَانَتْ فِى قَوْمِ نُوْحٍ فِى الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وُدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَاَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَاَمَّا يَغُوْثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِى غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَا وَاَمَّا يَعُوْقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَاَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ ، لِاٰلِ ذِى الْكَلَاعِ

banglainternet.com

وَنَسْرَ اَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ فَلَمَّا هَلَكُوْا اَوْحَى الشَّيْطَانُ اِلَى قَوْمِهِمْ اَنْ اَنْصِبُوْا اِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ اَنْصَابًا وَسَمُّوْهَا بِاَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوْا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتّٰى اِذَا هَلَكَ اُولٰئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ *

৪৫৫৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে প্রতিমার পূজা নূহ্ (আ)-এর কওমের মাঝে প্রচলিত ছিল, পরবর্তী সময়ে আরবদের মাঝেও তার পূজা প্রচলিত হয়েছিল। ওয়াদ "দুমাতুল জান্দাল" নামক স্থানে অবস্থিত কাল্‌ব গোত্রের একটি দেবমূর্তি, সূওয়া'আ হল, হুযায়ল গোত্রের একটি দেবমূর্তি এবং ইয়াগুছ ছিল মুরাদ গোত্রের, অবশ্য পরবর্তীতে তা গাতীফ গোত্রের হয়ে যায়। এর আস্তানা ছিল কওমে সাবার নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক স্থানে। ইয়াউক ছিল হামাদান গোত্রের দেবমূর্তি, নাস্‌র ছিল যুলকালা গোত্রের হিময়ার শাখারদের মূর্তি। নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেক লোকের নাম নাস্‌র ছিল। তারা মারা গেলে, শয়তান তাদের কওমের লোকদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিল যে, তারা যেখানে বসে মজলিশ করত, সেখানে তোমরা কতিপয় মূর্তি স্থাপন কর এবং ঐ সমস্ত পুণ্যবান লোকের নামানুসারেই এগুলোর নামকরণ কর। সুতরাং তারা তাই করল, কিন্তু তখনও ঐ সব মূর্তির পূজা করা হত না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা করতে শুরু করে দেয়।

سُوْرَةُ الْجِنِّ

সূরা জিন

وَقَالَ الْحَسَنُ جَدُّ رَبِّنَا غَنَارَبِّنَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ جَلَالُ رَبِّنَا وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ اَمْرُ رَبِّنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِبَدًا اَعْوَانًا .

হাসান (র) বলেন, جَدُّ رَبِّنَا অর্থ غَنَارَبِّنَا -আমাদের প্রতিপালকের অমুখাপেক্ষিতা। ইকরামা (রা) বলেন, جَلَالُ رَبِّنَا মানে আমাদের প্রতিপালকের মহত্ত্ব। ইব্‌রাহীম (র) বলেন, আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, لِبَدًا অর্থ اَعْوَانًا -সাহায্যকারী।

banglainternet.com

٤٥٦٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ ، فَقَالُوْا مَالَكُمْ فَقَالُوْا حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالَ مَاحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّامَا حَدَثَ فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوْا مَاهٰذَا الْاَمْرُ الَّذِيْ حَدَثَ فَانْطَلَقُوْا فَضَرَبُوْا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُوْنَ مَاهٰذَا الْاَمْرُ الَّذِيْ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ فَانْطَلَقَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِنَخْلَةَ وَهُوَ عَامِدٌ اِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ تَسَمَّعُوْا لَهُ فَقَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ رَجَعُوْا اِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا يَاقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ وَاِنَّمَا اُوْحِيَ اِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ *

৪৫৬০ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদল সাহাবীকে নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এ সময়ই জিনদের আসমানী খবরাদি শোনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে এবং ছুঁড়ে মারা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লেলিহান অগ্নিশিখা। ফলে জিন শয়তানরা ফিরে আসলে অন্য জিনরা তাদেরকে বলল, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, আসমানী খবরাদি সংগ্রহ করার ব্যাপারে আমাদের উপর বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ছুড়ে মারা হয়েছে আমাদের প্রতি লেলিহান অগ্নিশিখা। তখন শয়তান বলল, আসমানী খবরাদি সংগ্রহের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি যে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তা কোন নতুন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণেই হয়েছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সফর কর এবং দেখ ব্যাপারটা কি ঘটেছে? তাই আসমানী খবরাদি সংগ্রহের ব্যাপারে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণ খুঁজে বের করার জন্য তারা সকলেই পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমে অনুসন্ধান সফরে বেরিয়ে পড়ল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)

banglainternet.com

বলেন, যারা তিহামার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল, তারা 'নাখলা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে উপস্থিত হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এখান থেকে উকায বাজারের দিকে যাওয়ার মনস্থ করেছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিনদের ঐ দলটি কুরআন শরীফ শুনতে পেয়ে আরো অধিক মনোযোগ সহকারে তা শুনতে লাগল এবং বলল, আসমানী খবরাদি এবং তোমাদের মাঝে এটাই মূলত বাধা সৃষ্টি করেছে। এরপর তারা তাদের কওমের কাছে ফিরে এসে বলল, হে আমাদের কওম! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। এতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করব না। এরপর আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রতি নাযিল করলেন ঃ বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে। জিনদের উপরোক্ত কথা নবী করীম ﷺ-কে ওহীর মারফত জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ

সূরা মুয্যাম্মিল

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَتَبَتَّلْ اَخْلِصْ وَقَالَ الْحَسَنُ اَنْكَالاً قُيُوْدًا مُنْفَطِرٌ بِهِ مُثْقَلَةٌ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَثِيْبًا مَهِيْلاً الرَّمْلُ السَّائِلُ وَبِيْلاً شَدِيْدًا

মুজাহিদ (র) বলেন, تَبَتَّلْ অর্থ একনিষ্ঠভাবে মগ্ন হও। হাসান (র) বলেন, اَنْكَالاً অর্থ শৃংখল। مُنْفَطِرٌ بِهِ অর্থ ভারাবনত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, كَثِيْبًا অর্থ مَهِيْلاً বহমান বালুকারাশি। وَبِيْلاً অর্থ কঠিন।

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرُ

সূরা মুদ্দাছছির

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَسِيْرٌ شَدِيْدٌ قَسْوَرَةٌ زَكْزَ النَّاسِ وَاَصْوَاتُهُمْ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْاَسَدُ وَكُلُّ شَدِيْدٍ قَسْوَرَةٌ مُسْتَنْفِرَةٌ نَافِرَةٌ مَذْعُوْرَةٌ ـ

banglainternet.com

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, عَسِيْرٌ অর্থ কঠিন। قَسْوَرَةٌ মানে-মানুষের গণ্ডগোল, আওয়াজ। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এর অর্থ বাঘ। প্রত্যেক কঠিন বস্তুকে قَسْوَرَةٌ বলা হয়। مُسْتَنْفِرٌ অর্থ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নপর।

٤٥٦١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ سَاَلْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُلْتُ يَقُوْلُوْنَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ، فَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ سَاَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ذَالِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِيْ قُلْتَ فَقَالَ جَابِرٌ لاَ اُحَدِّثُكَ اِلاَّ مَا حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيْ هَبَطْتُ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ فَلَمْ اَرَشَيْئًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِيْ فَلَمْ اَرَشَيْئًا وَنَظَرْتُ اَمَامِيْ فَلَمْ أَرَشَيْئًا ، وَنَظَرْتُ خَلْفِيْ فَلَمْ اَرَشَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَاَيْتُ شَيْئًا فَاَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِيْ وَصُبُّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا ، قَالَ فَدَثَّرُوْنِيْ وَصَبُّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَنَزَلَتْ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ *

৪৫৬১ ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র)-কে কুরআন শরীফের কোন্ আয়াতটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ প্রথম নাযিল হয়েছে। আমি বললাম, লোকেরা তো বলে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ প্রথম নাযিল হয়েছে। তখন আবূ সালামা বললেন, আমি এ বিষয়ে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তুমি যা বললে আমিও তাকে হুবহু তাই বলেছিলাম। জবাবে জাবির (রা) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যা বলেছিলেন, আমিও অবিকল তাই বলব। তিনি বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ই'তিকাফ করতে আরম্ভ করলাম। আমার ই'তিকাফ শেষ হলে আমি সেখান থেকে অবতরণ করলাম। তখন আমাকে আওয়াজ দেয়া হল। আমি ডানে তাকালাম; কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না, বামে তাকালাম, কিন্তু এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর সামনে তাকালাম, এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর পেছনে তাকালাম, কিন্তু এদিকেও আমি কিছু দেখলাম না। অবশেষে আমি উপরের দিকে তাকালাম, এবার একটা বস্তু দেখতে পেলাম। এরপর আমি খাদীজা (রা)-এর কাছে এলাম এবং তাকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর এবং আমার শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তিনি বলেন, তারপর তারা

banglainternet.com

আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে এবং ঠাণ্ডা পানি ঢালে। নবী করীম ﷺ বলেন, এরপর নাযিল হল ঃ 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।

٢٥٨٣. بَابٌ قَوْلُهُ قُمْ فَأَنْذِرْ

২৫৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قُمْ فَأَنْذِرْ - "উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর।" (৭৪ ঃ ২)

٤٥٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ .

৪৫৬২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ইতিকাফ করেছিলাম। উসমান ইব্‌ন উমর আলী ইব্‌ন মুবারক (র) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনিও অনুরূপ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

٢٥٨٤. بَابٌ قَوْلُهُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

২৫৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী : وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ -"এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।" (৭৪ঃ৩)

٤٥٦٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَلَمَةَ اَىُّ الْقُرْاٰنِ اُنْزِلَ اَوَّلُ ؟ فَقَالَ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، فَقُلْتُ اُنْبِئْتُ اَنَّهُ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ، فَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ سَاَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَىُّ الْقُرْاٰنِ اُنْزِلَ اَوَّلُ ؟ فَقَالَ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ اُنْبِئْتُ اَنَّهُ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَقَالَ لاَاُخْبِرُكَ اِلاَّ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاوَرْتُ فِىْ حِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِىْ هَبَطْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِىْ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ اَمَامِىْ وَخَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَاَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِىْ وَصُبُّوْا عَلَىَّ مَاءً بَارِدًا

banglainternet.com

وَأَنْزِلَ عَلَيَّ : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

৪৫৬৩ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... ইয়াহ্ইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সালামা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআনের কোন্ আয়াতটি প্রথম নাযিল হয়েছিল ? তিনি বললেন, يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ প্রথম নাযিল হয়েছিল। আমি বললাম, আমাকে বলা হয়েছে اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ প্রথম নাযিল হয়েছিল। এ কথা শুনে আবূ সালামা (র) বললেন, কুরআনের কোন্ আয়াতটি প্রথম নাযিল হয়েছিল, এ সম্পর্কে আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেছেন, يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ প্রথম নাযিল হয়েছিল। আমি তখন বললাম, আমাকে বলা হয়েছে যে اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ প্রথম নাযিল হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, আমি তোমাকে তাই বলছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ইতিকাফ করেছিলাম। ইতিকাফ শেষ হলে আমি সেখান থেকে অবতরণ করে উপত্যকার মাঝে পৌঁছলে আমাকে আওয়াজ দেয়া হল। আমি তখন সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে তাকালাম। দেখলাম, সে আসমানে ও যমীনের মধ্যস্থলে রক্ষিত একটি আসনে বসা আছে। এরপর আমি খাদীজা (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর এবং আমার শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তখন আমার প্রতি নাযিল করা হল ঃ "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ! উঠ! সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।"

٢٥٨٥. بَابُ قَوْلُهُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

২৫৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - "তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ।" (৭৪ ঃ ৪)

٤٥٦٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنَنَا أَنَا أَمْشِي إِذَا سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجُئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ إِلَى

banglainternet.com

وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ قَبْلَ اَنْ تُفْرَضَ الصَّلاَةُ وَهِيَ الْاَوْثَانُ .

৪৫৬৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি ওহী বন্ধ থাকা সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি তাঁর আলোচনার মাঝে বললেন, একদা আমি চলছিলাম, এমতাবস্থায় আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। মাথা উত্তোলন করতেই আমি দেখলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিল সে আসমান-যমীনের মধ্যস্থিত একটি কুরসীতে বসা আছে। আমি তাঁর ভয়ে-ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম। এরপর আমি বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর; আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তাঁরা আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করল। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন, "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ! উঠ, ... অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।" এ আয়াতগুলো সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। الرِّجْزُ অর্থ মূর্তিসমূহ।

٢٥٨٦. بَابٌ قَوْلُهُ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ يُقَالُ الرِّجْزُ وَالرِّجْسُ الْعَذَابُ

২৫৮৬.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - "এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।" (৭৪ ঃ ৫) কেউ কেউ বলেন, الرِّجْزُ এবং وَالرِّجْسُ অর্থ আযাব।

٤٥٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ اِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ قِبَلَ السَّمَاءِ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجُئِثْتُ مِنْهُ حَتّٰى هَوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ فَجِئْتُ اَهْلِيْ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْنِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، اِلٰى قَوْلِهِ فَاهْجُرْ اَبُوْ سَلَمَةَ وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ الْاَوْثَانَ ثُمَّ حُمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ *

৪৫৬৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল ﷺ -কে ওহী বন্ধ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি পথ চলছিলাম, এমতাবস্থায় আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরপর আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে আসত, সে আসমান-যমীনের মধ্যস্থিত একটি কুরসীতে সমাসীন আছে। তাকে দেখে আমি ভয়ানক ভয় পেলাম। এমনকি যমীনে পড়ে গেলাম। তারপর আমি

banglainternet.com

আমার স্ত্রীর কাছে গেলাম এবং বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তারা আমাকে বস্ত্রাবৃত করল। এরপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! ..... অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।" আবূ সালামা (র) বলেন, الرُّجْزُ অর্থ মূর্তিসমূহ। এরপর অধিক পরিমাণে ওহী নাযিল হতে লাগল এবং ধারাবাহিকভাবে ওহী আসতে থাকল।

سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ

সূরা কিয়ামা

وَقَوْلُهُ : لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سُدًى هَمَلاً لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ سَوْفَ أَتُوبُ سَوْفَ أَعْمَلُ ، لاَوَزَرَ لاَحِصْنَ

আল্লাহ্র বাণী ঃ لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না। (৭৫ ঃ ১৬) ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, سُدًى অর্থ নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন, لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ অর্থ শীঘ্রই তওবা করব, শীঘ্রই আমল করব। لاَوَزَرَ অর্থ কোন আশ্রয়স্থল নেই।

٤٥٦٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ أَبِيْ عَائِشَةَ ، وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيْدُ أَنْ يَحْفَظَهُ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ .

৪৫৬৬ হুমায়দী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল করা হত, তখন তিনি দ্রুত তাঁর জিহ্বা নাড়তেন। রাবী সুফয়ান বলেন, এভাবে করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওহী মুখস্থ করা। তারপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না।

٢٥٨٧. بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

banglainternet.com

২৫৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ - "এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমারই। (৭৫ ঃ ১৭)

٤٥٦٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ مُوْسٰى ابْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ اَنَّهُ سَالَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَقِيْلَ لَهُ : لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ ، يَخْشٰى اَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ، اَنْ نَجْمَعَهُ فِيْ صَدْرِكَ وَقُرْاٰنَهُ أَن تَقْرَاَهُ فَإِذَا قَرَاْنَاهُ يَقُوْلُ اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاَتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلٰى لِسَانِكَ .

৪৫৬৭ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) ..... মূসা ইব্ন আবূ আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল করা হত, তখন তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টো দ্রুত নাড়তেন। তখন তাঁকে বলা হল, তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না। নবী করীম ﷺ ওহী ভুলে যাবার আশংকায় এমন করতেন। নিশ্চয়ই এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। অর্থাৎ আমি নিজেই তাকে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখব। তাই আমি যখন তা পাঠ করব অর্থাৎ যখন তোমার প্রতি ওহী নাযিল হতে থাকবে, তখন তুমি তার অনুসরণ করবে। এরপর তা বর্ণনা করার দায়িত্ব আমারই অর্থাৎ এ কুরআনকে তোমার মুখ দিয়ে বর্ণনা করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার।

٢٥٨٨. بَابٌ قَوْلُهُ فَإِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ قَالَ عَبَّاسٌ قَرَاْنَاهُ بَيَّنَّاهُ فَاتَّبِعْ اَعْمَلْ بِهٖ

২৫৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী فَإِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ - "সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।" (৭৫ ঃ ১৮) ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, قَرَاْنَاهُ অর্থ - আমি যখন তা বর্ণনা করি فَاتَّبِعْ অর্থ - এ অনুযায়ী আমল কর।

٤٥٦٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُوْسَى ابْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهٖ : لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهٖ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ ،

banglainternet.com

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ الْآيَةَ الَّتِي لَاأُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ، قَالَ عَلَيْنَا اَنْ نَجْمَعَهُ فِيْ صَدْرِكَ وَقُرْاٰنَهُ فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ فَاِذَا اَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ، عَلَيْنَا اَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ ، قَالَ فَكَانَ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِئِيْلُ اَطْرَقَ فَاِذَا ذَهَبَ قَرَاَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى تَوَعُّدٌ *

৪৫৬৮ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র বাণীঃ لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, জিবরাঈল (আ) যখন ওহী নিয়ে আসতেন তখন রাসূল তাঁর জিহ্বা ও ঠোঁট দু'টো দ্রুত নাড়তেন। এটা তাঁর জন্য কষ্টকর হত এবং তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না; এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই" নাযিল করলেন। এতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ এ কুরআনকে আপনার বক্ষে সংরক্ষণ করা ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর, অর্থাৎ আমি যখন ওহী নাযিল করি তখন তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। অর্থাৎ তোমার মুখে তা বর্ণনা করার দায়িত্ব আমারই। রাবী বলেন, এরপর জিব্‌রাঈল (আ) চলে গেলে আল্লাহ্‌র ওয়াদা ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ মুতাবিক তিনি তা পাঠ করতেন। اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى অর্থ দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! تَوَعُّدٌ এ আয়াতে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

سُوْرَةُ الدَّهْرِ

সূরা দাহর

يُقَالُ مَعْنَاهُ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ وَهَلْ تَكُوْنُ جَحْدًا وَتَكُوْنُ خَبَرًا ، وَهٰذَا مِنَ الْخَبَرِ يَقُوْلُ كَانَ شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُوْرًا، وَذٰلِكَ مِنْ حِيْنِ خَلَقَهُ مِنْ طِيْنٍ اِلٰى اَنْ يُنْفَخَ فِيْهِ الرُّوْحُ اَمْشَاجٍ الْاَخْلَاطُ مَاءُ الْمَرْاَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ

banglainternet.com

الدَّمُ وَالْعَلَقَةِ ، وَيُقَالُ اذا خلط مَشِيْجٌ كَقَوْلِكَ خَلِيْطٌ وَمَمْشُوْجٌ مِثْلُ مَخْلُوْطٍ وَيُقَالُ سَلاَسِلاً وَاَغْلاَلاً وَلَمْ يَجْزِهِ بَعْضُهُمْ مُسْتَطِيْرًا مُمْتَدًا الْبَلاَءُ وَالْقَمْطَرِيْرُ الشَّدِيْدُ ، يُقَالُ يَوْمٌ قَمْطَرِيْرٌ وَيَوْمٌ قُمَاطِرٌ وَالْعَبُوْسُ وَالْقَمْطَرِيْرُ وَالْقُمَاطِرُ وَالْعَصِيْبُ اَشَدُّ مَايَكُوْنُ مِنَ الاَيَّامِ فِي الْبَلاَءِ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : اَسْرَهُمْ شِدَّةُ الْخَلْقِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَدْتَهُ مِنْ قَتَبٍ فَهُوَ مَاْسُوْرٌ -

هَلْ اَتٰى عَلَى الاِنْسَانِ - কালপ্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল কি? এর অর্থ হল, اَتٰى عَلَى الاِنْسَانِ কালপ্রবাহে মানুষের উপর এক সময় এসেছিল। هَلْ শব্দটি কখনো নেতিবাচক, আবার কখনো ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে অবহিতকরণ তথা ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, এক সময় মানুষের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না। আর ঐ সময়টা হল মাটি থেকে সৃষ্টি করা হতে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা পর্যন্ত। اَمْشَاجٍ অর্থ সংমিশ্রণ। অর্থাৎ মাতৃগর্ভে পুরুষ ও মহিলার বীর্যের সংমিশ্রণে রক্ত এবং পরে জমাট বাঁধা রক্ত সৃষ্টি হওয়াকে اَمْشَاجٍ বলা হয়েছে। এক বস্তু অপর বস্তুর সাথে সংমিশ্রিত হলে তাকে مَشِيْجٍ বলে। তাকে خَلِيْطٌ ও বলা হয়। مَمْشُوْجٌ ও مَخْلُوْطٌ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ سَلاَسِلاً وَاَغْلاَلاً (بالتنوين) পড়ে থাকেন। কিন্তু কেউ কেউ এভাবে পড়াকে জায়েয মনে করেন না। مُسْتَطِيْرًا অর্থ দীর্ঘস্থায়ী বিপদ। قَمْطَرِيْرٌ অর্থ ভয়ংকর ও কঠিন। সুতরাং يَوْمٌ قَمْطَرِيْرٌ এবং يَوْمٌ قُمَاطِرٌ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। الْعَبُوْسُ – الْقَمْطَرِيْرُ –الْقُمَاطِرُ এবং (الْعَصِيْبُ) বিপদের সবচেয়ে কঠিনতম দিনকে বলা হয়। মামার (র) বলেন, اَسْرَهُمْ অর্থ সুদৃঢ় গঠন। উটের গদির সাথে মজবুত করে বাঁধা জিনিসকে مَاصُوْرٌ (মাসূর) বলা হয়।

سُوْرَةُ الْمُرْسَلاَتِ

সূরা মুরসালাত

banglainternet.com

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : جِمَالاَتٌ حِبَالٌ ، اِرْكَعُوْا صَلُّوْا لاَيَرْكَعُوْنَ لاَيُصَلُّوْنَ ،

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَنْطِقُوْنَ ، وَاللّٰهِ رَبُّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ ، اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ ، فَقَالَ اِنَّهُ ذُوْ اَلْوَانٍ مَرَّةً يَنْطِقُوْنَ ، وَمَرَّةً يُخْتَمُ عَلَيْهِمْ

মুজাহিদ (র) বলেন, جُمَالاَتٌ অর্থ উষ্ট্রশ্রেণী। اَرْكَعُوْا অর্থ صَلُّوْا মানে সালাত আদায় কর। لاَيَرْكَعُوْنَ অর্থ لاَيُصَلُّوْنَ মানে তারা সালাত করে না। নিম্নোক্ত আয়াত لاَ يَنْطِقُوْنَ -তারা কথা বলতে সক্ষম হবে না, وَاللّٰهِ مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ -আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা কখনো মুশরিক ছিলাম না এবং اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ আমি আজ মোহর লাগিয়ে দেবসমূহের মাঝে যে বৈপরীত্য আছে, এ সম্বন্ধে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের বিভিন্ন অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। কখনো সে বলতে সক্ষম হবে এবং নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, আবার কখনো তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। তখন সে আর কোন কথা বলতে সক্ষম হবে না।

٤٥٦٩ حَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ ، وَاِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا *

৪৫৬৯ মাহমূদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি নাযিল হল সূরা মুরসালাত। আমরা তাঁর মুখে শুনে সেটি শিখছিলাম। তখন একটি সাপ বেরিয়ে এল। আমরা ওদিকে দৌড়ে গেলাম, কিন্তু সাপটি আমাদের থেকে দ্রুত চলে গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা যেমন ওটার অনিষ্ট হতে রক্ষা পেলে, তেমনি ওটাও তোমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে গেল।

٤٥٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا وَعَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ * وَتَابَعَهُ اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ ، وَقَالَ حَفْصٌ وَاَبُوْمُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ ابْنُ قَرْمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ يَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ

banglainternet.com

اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ *

৪৫৭০ আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইসরাঈল সূত্রে আসওয়াদ ইব্ন আমির পূর্বের হাদীসটির অনুসরণ করেছেন। (অন্য সনদে) হাফ্স, আবূ মুআবীয়া, এবং সুলায়মান ইব্ন কারম (র) .....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (অপর এক সনদে) ইব্ন ইসহাক (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে ঠিক এমনি বর্ণনা করেছেন।

٤٥٧١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَارٍ ، اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ ، فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيْهِ ، وَاِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ، اِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ اقْتُلُوْهَا ، قَالَ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، قَالَ فَقَالَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا .

৪৫৭১ কুতায়বা (র) .....আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক গুহার মধ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি নাযিল হল সূরা ওয়াল মুরসালাত। আমরা তাঁর মুখ থেকে সেটা হাসিল করছিলাম। এ সূরার তিলাওয়াতে তখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখ সিক্ত ছিল, হঠাৎ একটি সাপ বেরিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "তোমরা ওটাকে মেরে ফেল।" আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমরা সেদিকে দৌড়ে গেলাম, কিন্তু সাপটি আমাদের আগে চলে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,তোমরা যেমন এর অনিষ্ট হতে রক্ষা পেলে, তেমনি ঠিক ওটাও তোমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে গেল।

٢٥٨٩. بَابٌ قَوْلُهُ : اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ

২৫৮৯.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ - "তা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য।" (৭৭ ঃ ৩২)

٤٥٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَامِرٍ : اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ، قَالَ كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ لِقِصَرٍ ثَلَاثَةَ اَذْرُعٍ اَوْ اَقَلَّ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيْهِ الْقَصَرَ .

banglainternet.com

৪৫৭২ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আমির (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা তিন গজ বা এর চেয়ে ছোট কাঠের কাণ্ড সংগ্রহ করে শীতকালের জন্য উঠিয়ে রেখে দিতাম। আর একেই আমরা قَصَرٌ বলতাম।

٢٥٩٠. بَابٌ قَوْلُهُ : كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ

২৫৯০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ - "তা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ।" (৭৭ ঃ ৩৩)

٤٥٧٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : تَرَمِىْ بِشَرَرٍ كُنَّا نَعْمِدُ اِلَى الْخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ اَذْرُعٍ وَفَوْقَ ذَالِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيْهِ الْقَصَرَ ، كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ حِبَالُ السُّفُنِ تُجْمَعُ حَتّٰى تَكُوْنَ كَاَوْسَاطِ الرِّجَالِ .

৪৫৭৩ আমর ইব্ন আলী (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমরা তিন গজ বা তার চেয়ে অধিক লম্বা কাষ্ঠ সংগ্রহ করে শীতকালের জন্য উঠিয়ে রেখে দিতাম। এটাকেই আমরা قَصَرٌ বলতাম। جِمَالَاتٌ صُفْرٌ অর্থ জাহাজের রশি, যা জমা করে রাখা হত। এমনকি তা মধ্যম দেহী মানুষের সমান উঁচু হয়ে যেত।

٢٥٩١. بَابٌ قَوْلُهُ : هٰذَا يَوْمُ لَايَنْطِقُوْنَ

২৫৯১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "এ সেই দিন যেদিন তারা কিছুই বলবে না।" (৭৭ ঃ ৩৫)

٤٥٧٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ غَارٍ ، اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ فَاِنَّهُ لَيَتْلُوْهَا وَاِنِّىْ لَاَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ ، وَاِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ، اِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُقْتُلُوْهَا فَاَبْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وُقِيَ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا ، قَالَ عُمَرُ حَفِظْتُهُ مِنْ اَبِىْ فِىْ غَارٍ بِمِنًى *

banglainternet.com

৪৫৭৪ উমর ইব্ন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক গুহায় আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি নাযিল হল 'সূরা ওয়াল মুরসালাত'। তিনি তা তিলাওয়াত করছিলেন, আর আমি তাঁর মুখ থেকে তা শিখছিলাম। তিলাওয়াতে তখনো তাঁর মুখ সিক্ত ছিল। হঠাৎ আমাদের সামনে একটি সাপ বেরিয়ে এলো। নবী করীম ﷺ বললেন, ওটাকে মেরে ফেল। আমরা ওদিকে দৌড়িয়ে গেলাম। কিন্তু সাপটি চলে গেল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেলে, ঠিক তেমনি ওটাও তোমাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেল। উমর ইব্ন হাফস বলেন, এ হাদীসটি আমি তোমার পিতার কাছ থেকে শুনে মুখস্থ করেছি। গুহাটি মিনায় অবস্থিত বলে উল্লেখ আছে।

سُوْرَةُ النَّبَا

সূরা নাবা

قَالَ مُجَاهِدٌ : لَايَرْجُوْنَ حِسَابًا لَايَخَافُوْنَهُ ، لَايَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا لَايُكَلِّمُوْنَهُ إِلاَّ اَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَهَّاجًا مُضِيْئًا عَطَاءً حِسَابًا جَزَاءً كَافِيًا ، اَعْطَانِىْ مَااَحْسَبَنِىْ ، اَىْ كَفَانِىْ .

মুজাহিদ (র) বলেন, لَايَرْجُوْنَ حِسَابًا - তারা কখনও হিসাবের ভয় করত না। لَايَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا যাদেরকে আল্লাহ্ অনুমতি দিবেন, তাদের ব্যতীত তার কাছে আবেদন-নিবেদনের শক্তি কারো থাকবে না। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَهَّاجًا প্রোজ্জ্বল, عَطَاءً حِسَابًا - যথোচিত দান। যেমন বলা হয়, اَعْطَانِىْ مَا اَحْسَبَنِىْ অর্থাৎ সে আমাকে যথেষ্ট দান করেছে।

٢٥٩٢. بَابٌ قَوْلُهُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا زُمَرًا

২৫৯২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا - "সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।" (৭৮ ঃ ১৮)

٤٥٧٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا ؟ قَالَ اَبَيْتُ ، قَالَ اَرْبَعُوْنَ شَهْرًا ؟ قَالَ

banglainternet.com

اَبَيْتَ قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً؟ قَالَ أَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يَنْزِلُ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الْاِنْسَانِ شَيْءٌ إِلاَّ يَبْلَى اِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৪৫৭৫ মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হবে। [আবু হুরায়রা (রা)]-এর জনৈক ছাত্র বললেন, চল্লিশ বলে-চল্লিশ দিন বোঝানো হয়েছে কি ? তিনি বলেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারপর পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বলে চল্লিশ মাস বোঝানো হয়েছে কি ? তিনি বলেন, এবারও অস্বীকার করলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বছর বোঝানো হয়েছে কি ? তিনি বলেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। এরপর আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। এতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে, যেমন বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তখন মেরুদণ্ডের হাড্ডি ব্যতীত মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে গলে শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন ঐ হাড়খণ্ড থেকেই পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।

سُوْرَةُ النَّازِعَاتِ

সূরা নাযি'আত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلاٰيَةَ الْكُبْرٰى عَصَاهُ وَيَدَهُ وَيُقَالُ النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَاءٌ مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ وَالْبَاخِلِ وَالْبَخِلِ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النَّخِرَةُ الْبَالِيَةُ وَالنَّاخِرَةُ الْعَظْمُ الْمُجَوَّفُ الَّذِيْ تَمُرُّ فِيْهِ الرِّيْحُ فَيَنْخَرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْحَافِرَةُ اِلٰى اَمْرِنَا الْاَوَّلُ اِلَى الْحَيَاةِ: وَقَالَ غَيْرُهُ : اَيَّانَ مُرْسَاهَا مَتٰى مُنْتَهَاهَا ، وَمُرْسٰى السَّفِيْنَةِ حَيْثُ تَنْتَهِيْ *

মুজাহিদ (র) বলেন, اَلاٰيَةَ الْكُبْرٰى -মূসা (আ)-এর লাঠি এবং তার উজ্জ্বল হস্ত। النَّاخِرَةُ ও النَّخِرَةُ এক অর্থবোধক শব্দ। যেমন الطَّمِعُ ও الطَّامِعُ এবং البَخِلُ ও البَاخِلُ এক অর্থবোধক শব্দ। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, النَّخِرَةُ অর্থ গলিত (হাড্ডি) এবং النَّاخِرَةُ খোল হাড্ডি, যার মধ্যে বাতাস ঢোকার পর আওয়াজ সৃষ্টি হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, الحَافِرَةُ অর্থ পূর্ব

banglainternet.com

مَتَى مُنْتَهَاهَا অর্থ জীবন। ইবন আব্বাস ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন, أَيَّانَ مُرْسَاهَا কিয়ামতের শেষ কোথায়? যেমন (আরবী ভাষায়) যেথায় জাহাজ নোঙ্গর করে ঐ স্থানকে مُرْسَى السَّفِيْنَةِ বলে।

٤٥٧٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِاِصْبَعَيْهِ هٰكَذَا بِالْوُسْطٰى وَالَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ *

৪৫৭৬ আহ্মাদ ইবন মিকদাম (র) .... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলিদ্বয় এভাবে একত্রিত করে বলেছেন, কিয়ামত ও আমাকে এরূপে পাঠানো হয়েছে।

سُوْرَةُ عَبَسَ

সূরা 'আবাসা

عَبَسَ كَلَحَ وَأَعْرَضَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مُطَهَّرَةٌ لاَيَمَسُّهَا إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ وَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَهٰذَا مِثْلُ قَوْلِهِ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا جَعَلَ الْمَلاَئِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً لاَنَّ الصُّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيْرُ ، فَجَعَلَ التَّطْهِيْرَ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا ، سَفَرَةٌ الْمَلاَئِكَةُ وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ ،سَفَرْتُ أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ ، وَجُعِلَتِ الْمَلاَئِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِوَحْيِ اللّٰهِ تَادِيَةً كَالسَّفِيْرِ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَصَدَّى تَغَافَلُ عَنْهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَمَّا يَقْضِ لاَيَقْضِىْ أَحَدٌ مَاأُمِرَ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَرْهَقُهَا تَغْشَاهَا شِدَّةٌ مُسْفِرَةٌ مُشْرِقَةٌ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبَةٍ أَسْفَارًا كُتُبًا تَلَهّٰى تَشَاغَلَ ، يُقَالُ وَاحِدُ الْاَسْفَارِ سِفْرٌ –

banglainternet.com

عَبَسَ অর্থ كَلَحَ ও أَعْرَضَ মানে সে ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। مُطَهَّرَةٌ অর্থ যারা পূত-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এখানে পূত-পবিত্র বলে ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতটি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا -এর মতই। পূর্বের আয়াতে ফেরেশতা এবং সহীফা উভয়কেই مُطَهَّرَةٌ বলা হয়েছে। অথচ تُطْهِيْرُ -এর সম্পর্কে মৌলিকভাবে সহীফার সাথে, ফেরেশতার সাথে নয়। তবে ফেরেশতা যেহেতু উক্ত সহীফার হামিল ও বাহক, এই হিসাবে ফেরেশতাকেও مُطَهَّرَةٌ বলা হয়েছে। سَفَرَةٌ অর্থ ফেরেশতা। এর এক বচন হচ্ছে سَافِرٌ। سَفَرْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ অর্থ আমি তাদের বিরোধ মীমাংসা করে দিয়েছি। ওহী নাযিল করত তা নবীদের পর্যন্ত পৌছানোর দায়িত্ব অর্পণ করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাদেরকে سَفِيْر (দূত) সদৃশ ঘোষণা করেছেন যিনি কওমের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা করেন। অন্যান্য মুফাস্‌সির বলেছেন, تَمَنَّى অর্থ সে এর থেকে অমনোযোগিতা প্রকাশ করেছে। মুজাহিদ (র) বলেন, لَمَّا يَقْضِ اَحَدٌ অর্থ لَمَّا يَقْضِ مَا اُمِرَبِهِ মানে তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে এখনও তা পুরাপুরি করেনি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, تَرْهَقُهَا অর্থ تَغْشَاهَا شِدَّةٌ -মানে সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে এক মহাবিপদ। مُسْفِرَةٌ অর্থ مُشْرِقَةٌ মানে উজ্জ্বল। بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ অর্থ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরো বলেন, اَسْفَارًا অর্থ كُتُبًا মানে পুস্তকসমূহ। تَلَهّٰى অর্থ تَشَاغَلَ - মানে তুমি মশগুল হলে। বলা হয় اَسْفَارٌ এর একবচন سِفْرٌ।

٤٥٧٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ اَوْفٰى يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ وَمَثَلُ الَّذِىْ يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيْدٌ فَلَهُ اَجْرَانِ *

৪৫৭৭ আদম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরআনের হাফেজ পাঠক লিপিকর সম্মানিত ফেরেশতার মত। অতি কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও যে বারবার কুরআন শরীফ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ

সূরা তাকবীর

banglainternet.com

اُنْكَدَرَتْ انْتَثَرَتْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ ، سُجِّرَتْ ذَهَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقٰى

قَطْرَةُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، اَلْمَسْجُوْرُ الْمَمْلُوْءُ وَقَالَ غَيْرُهُ ، سُجِّرَتْ اَفْضٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا ، وَالْخُنَّسُ تَخْنِسُ فِيْ مُجْرَاهَا تَرْجِعُ وَتَكْنِسُ تَسْتَتِرُ كَمَا تَنْكِسُ الظِّبَاءُ تَنَفَّسَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، وَالظَّنِيْنُ الْمُتَّهَمُ ، وَالضَّنِيْنُ يَضَنُّ بِهٖ وَقَالَ عُمَرُ النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ يُزَوَّجُ نَظِيْرَهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ قَرَأَ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ عَسْعَسَ اَدْبَرَ -

اُنْكَدَرَتْ অর্থ اُنْتَثَرَتْ মানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। হাসান (র) বলেন, سُجِّرَتْ অর্থ পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে, এক বিন্দু পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْمَسْجُوْرُ অর্থ মানে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্‌সির বলেছেন, سُجِّرَتْ অর্থ একটি সমুদ্র আরেকটির সাথে মিলিত হয়ে এক সমুদ্রে পরিণত হবে। اَلْخُنَّسُ অর্থ নিজের গতিপথে পশ্চাদপসরণকারী। تَكْنِسُ মানে সূর্যের আলোতে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেমন হরিণ গা ঢাকা দেয়। تَنَفَّسَ অর্থ যখন দিনের আলো উদ্ভাসিত হয়। اَلظَّنِيْنُ অর্থ অপবাদ দানকারী। اَلضَّنِيْنُ অর্থ বখিল, কৃপণ। উমর (রা) বলেছেন, اَلنُّفُوْسُ زُوِّجَتْ অর্থ প্রত্যেককে তার অনুরূপ চরিত্রের লোকের সাথে বেহেশ্‌ত ও দোযখে জুড়ে দেয়া হবে। পরে এ কথার সমর্থনে তিনি اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ (একত্র কর জালিম ও তাদের সহচরগণকে) আয়াতাংশটি পাঠ করলেন। عَسْعَسَ অর্থ অবসান হয়েছে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ

সূরা ইনফিতার

وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ خُثَيْمٍ ، فُجِّرَتْ فَاضَتْ ، وَقَرَأَ الْاَعْمَشُ وَعَاصِمٌ ، فَعَدَلَكَ بِالتَّخْفِيْفِ ، وَقَرَأَهُ اَهْلُ الْحِجَازِ بِالتَّشْدِيْدِ وَاَرَادَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِيْ فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ شَاءَ اِمَّا حَسَنٌ وَاِمَّا قَبِيْحٌ وَطَوِيْلٌ وَقَصِيْرٌ -

banglainternet.com

রাবী ইব্ন খুশাইম (র) বলেন, فُجِّرَتْ অর্থ- প্রবাহিত হবে, আ'মাশ এবং ওয়াসিম (র) فَعَدَلَكَ তাখফীফ-এর সাথে পড়তেন এবং হিজাযের অধিবাসী فَعَدَّلَكَ তাশদীদ-এর সাথে পড়তেন। অর্থ তিনি তোমাকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বানিয়েছেন। যারা فَعَدَلَكَ তাখফীফ-এর সাথে পড়তেন, তারা বলেন, এর অর্থ হল, তিনি তোমাকে সুন্দর বা কুৎসিৎ লম্বা বা বেঁটে যে আকৃতিতে ইচ্ছা, সৃষ্টি করেছেন।

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ

সূরা মুতাফ্ফিফীন

وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَانَ ثَبْتُ الْخَطَايَا ، ثُوِّبَ جُوْزِيَ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُطَفِّفُ لَايُوَفِّيْ غَيْرُهُ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, رَانَ অর্থ গুনাহের জন্য। ثُوِّبَ অর্থ প্রতিদান দেয়া হল। মুজাহিদ ব্যতীত অপরাপর মুফাসসির বলেছেন, الْمُطَفِّفُ অর্থ ঐ ব্যক্তি যে অন্যকে মাপে পুরা দেয় না।

٤٥٧٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، حَتّٰى يَغِيْبَ اَحَدُهُمْ فِيْ رَشْحِهِ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ ـ

৪৫৭৮ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ [যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে।" (৮৩ ঃ ৬)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সে দিন প্রত্যেকের কর্ণ লতিকা পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে।

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ

সূরা ইনশিকাক

banglainternet.com

قَالَ مُجَاهِدٌ ، كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ ، وَسَبَقَ جَمَعَ

مِنْ دَابَّةٍ ، ظَنَّ اَنْ لَنْ يَّحُوْرَ لاَيَرْجِعُ اِلَيْنَا ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ অর্থাৎ সে পশ্চাৎদিক হতে নিজের আমলনামা গ্রহণ করবে। وَسَبَقَ অর্থ সে যেসব জীবজন্তু জমা করে। ظَنَّ اَنْ لَنْ يَّحُوْرَ অর্থ সে ভাবত যে, সে কখনই আমার কাছে ফিরে আসবে না।

٤٥٧٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ حَاتِمِ بْنِ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ اِلاَّ هَلَكَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاءَكَ ، اَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ، قَالَ ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُوْنَ ، وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ ـ

৪৫৭৯ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (রা) ..... আয়েশা (রা) ও মুসাদ্দাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আল্লাহ্ কি বলেননি, فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا - "যার আমলনামা তার ডান হস্তে দেয়া হবে, তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ আয়াতে তো আমলনামা কিভাবে দেয়া হবে তার উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যথায় যার চুলচেরা হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

٢٥٩٣. بَابٌ قَوْلُهُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ

২৫৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ - "নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবে।" (৮৪ ঃ ১৯)

٤٥٨٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ اِيَاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ حَالاً بَعْدَ حَالٍ قَالَ هٰذَا نَبِيُّكُمْ ﷺ ـ

banglainternet.com

৪৫৮০ সাঈদ ইব্‌ন নায্‌র (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ -এর মর্মার্থ হচ্ছে, এক অবস্থার পর আরেক অবস্থা হওয়া। তোমাদের নবী ﷺ ই এ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ

সূরা বুরূজ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْأُخْدُوْدُ شَقٌّ فِى الْأَرْضِ ، فَتَنُوْا عَذَّبُوْا ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, الْأُخْدُوْدُ অর্থ মাটিতে ফাটল। فَتَنُوْا - তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে।

سُوْرَةُ الطَّارِقُ

সূরা তারিক

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ذَاتِ الرَّجْعِ سَحَابٌ يَرْجِعُ بِالْمَطَرِ ، ذَاتِ الصَّدْعِ تَتَصَدَّعُ بِالنَّبَاتِ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, ذَاتِ الرَّجْعِ অর্থ ঐ মেঘপুঞ্জ যা বৃষ্টি নিয়ে আসে। ذَاتِ الصَّدْعِ অর্থ ঐ যমীন যা উদ্ভিদ উদ্গত হওয়ার সময় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

سُوْرَةُ الْأَعْلٰى

সূরা আ'লা

٤٥٨١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مُصْعَبُ بْنُ

banglainternet.com

عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَجَعَلاَ يُقْرِئَانِنَا الْقُرْاٰنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلاَلٌ وَسَعْدٌ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى عِشْرِيْنَ ثُمَّ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوْا بِشَىْءٍ ، فَرِحَهُمْ بِهِ حَتّٰى رَأَيْتُ الْوَلاَئِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدْ جَاءَ ، فَمَا جَاءَ حَتّٰى قَرَأْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِىْ سُوَرٍ مِثْلِهَا ـ

৪৫৮১ আবদান (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে প্রথম যারা হিজরত করে আমাদের কাছে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন মুসআব ইব্ন উমায়র (রা) ও ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)। তাঁরা দু'জন এসেই আমাদেরকে কুরআন পড়াতে আরম্ভ করেন। এরপর এলেন, আম্মার, বিলাল ও সা'দ (রা)। এরপর এলেন বিশজন সাহাবীসহ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)। তারপর এলেন নবী ﷺ। বারা (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর আগমনে মদীনাবাসীকে এত বেশি আনন্দিত হতে দেখেছি যে, অন্য কোন বিষয়ে তাদেরকে ততটা আনন্দিত হতে আর কখনো দেখিনি। এমনকি আমি দেখেছি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত বলছিল যে, ইনিই তো আল্লাহ্‌র সেই রাসূল, যিনি আমাদের মাঝে আগমন করেছেন। বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, নবী ﷺ মদীনায় আসার আগেই আমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى। অনুরূপ আরো কিছু সূরা শিখে নিয়েছিলাম।

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ

সূরা গাশিয়া

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ النَّصَارٰى ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، عَيْنٌ اٰنِيَةٌ بَلَغَ اِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا ، حَمِيْمٍ اٰنٍ بَلَغَ اِنَاهُ ، لاَتَسْمَعُ فِيْهَا لاَغِيَةً شَتْمًا ، الضَّرِيْعُ نَبْتٌ يُقَالُ لَهُ الشِّبْرِقُ يُسَمِّيْهِ اَهْلُ الْحِجَازِ الضَّرِيْعَ اِذَا يَبِسَ وَهُوَ سَمٌّ ، بِمُسَيْطِرٍ بِمُسَلَّطٍ وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسِّيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِيَابَهُمْ مَرْجِعَهُمْ ـ

banglainternet.com

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (ক্লিষ্ট-ক্লান্ত) বলে খ্রীস্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, عَيْنٌ اٰنِيَةٌ অর্থ টগবগে গরম পানিতে কানায় কানায় ভর্তি ঝরনাধারা। حَمِيْمٍ اٰنٍ চরম ফুটন্ত পানি। لَاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً অর্থ সেথায় তারা গালি-গালাজ শুনবে না। ضَرِيْعٍ -এক প্রকার কন্টকময় গুল্ম। (তা যখন সবুজ থাকে তখন) তাকে شِبْرِقٌ বলা হয়, আর যখন শুকিয়ে যায়, তখন হিজাযবাসীরা একেই ضَرِيْعٌ বলে। এ এক প্রকার বিষাক্ত আগাছা। بِمُسَيْطِرٍ -কর্ম নিয়ন্ত্রক। শব্দটি س ও ص উভয় বর্ণ দিয়েই পড়া হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اِيَابَهُمْ অর্থ - তাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান।

سُوْرَةُ الْفَجْرِ

সূরা ফাজ্‌র

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، اَلْوَتْرُ اللّٰهُ ، اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الْقَدِيْمَةِ ، وَالْعِمَادُ اَهْلُ عَمُوْدٍ لَايُقِيْمُوْنَ يَعْنِىْ اَهْلَ خِيَامٍ سَوْطَ عَذَابٍ الَّذِىْ عُذِّبُوْا بِهِ اَكْلًا لَمًّا السَّفُّ ، وَجَمًّا الْكَثِيْرُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، كُلُّ شَىْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ ، السَّمَاءُ شَفْعٌ ، وَالْوَتْرُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ، وَقَالَ غَيْرُهُ ، سَوْطَ عَذَابٍ كَلِمَةً تَقُوْلُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيْهِ السَّوْطُ ، لَبِالْمِرْصَادِ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ، تَحَاضُّوْنَ تُحَافِظُوْنَ ، وَتَحُضُّوْنَ تَأْمُرُوْنَ بِاِطْعَامِهِ الْمُطْمَئِنَّةُ الْمُصَدِّقَةُ بِالثَّوَابِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ ، اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَهَا اُطْمَاَنَّتْ اِلَى اللّٰهِ وَاُطْمَاَنَّ اللّٰهُ اِلَيْهَا وَرَضِيَتْ عَنِ اللّٰهِ وَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَاَمَرَ بِقَبْضِ رُوْحِهَا وَاَدْخَلَهَا اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ وَقَالَ غَيْرُهُ جَابُوْا نَقَبُوْا مِنْ جِيْبِ الْقَمِيْصِ قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ يَجُوْبُ الْفَلَاةَ يَقْطَعُهَا ، لَمًّا لَمَمْتُهُ اَجْمَعَ اَتَيْتُ عَلٰى اٰخِرِهِ ـ

banglainternet.com

মুজাহিদ (র) বলেন, الْوَتْرُ মানে বেজোড়। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বোঝানো হয়েছে। اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ বলে প্রাচীন এক কওমকে বোঝানো হয়েছে। الْعِمَادُ অর্থ খুঁটি ও স্তম্ভের মালিক, যারা স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করে না; তারা তাঁবু পেতে জীবন যাপন করে (যাযাবর)। سَوْطَ عَذَابٍ মানে যাদেরকে তা দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে। اَكْلاً لَمًّا অর্থ اَلسَّفُّ মানে সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করা। جَمًّا অর্থ অতিশয়। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্র সকল সৃষ্টিই হল জোড়ায় জোড়ায়। সুতরাং আসমানও জোড়া বাঁধা; তবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই হলেন বেজোড়। মুজাহিদ (র) ব্যতীত অন্য সকলেই বলেছেন, আরবরা সর্ব প্রকার শাস্তির ক্ষেত্রে سَوْطَ عَذَابٍ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। যে কোন শাস্তি سَوْطَ عَذَابٍ এর অন্তর্ভুক্ত। لَبِالْمِرْصَادِ অর্থ তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। تَحَاضُّوْنَ অর্থ তোমরা হেফাজত করে থাক। تَحَاضُّوْنَ অর্থ তোমরা খাদ্য দান করতে আদেশ করে থাক। اَلْمُطْمَئِنَّةُ অর্থ সওয়াবকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী। হাসান (রা) বলেন, يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ বলে এমন আত্মাকে বোঝানো হয়েছে, যে আত্মাকে আল্লাহ্ মৃত্যুদানের ইচ্ছা করলে সে আল্লাহ্র প্রতি এবং আল্লাহ্ও তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে প্রশান্ত থাকেন এবং সেও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে আর আল্লাহ্ও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। এরপর আল্লাহ্ তার রূহ কবয করার আদেশ দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে তাকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাসান (র) ব্যতীত অন্যরা বলেছেন جَابُوْا অর্থ তারা ছিদ্র করেছে। جِيْبَ الْقَمِيْصُ থেকে এ শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ হচ্ছে, জামার পকেট কাটা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়ে থাকে, يَجُوْبُ الْفَلاَةَ সে মাঠ অতিক্রম করছে। لَمَّا لَمَمْتُهُ اَجْمَعَ বলা হলে এর অর্থ হবে – আমি এর শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছি।

سُوْرَةُ الْبَلَدِ

সূরা বালাদ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، بِهٰذَا الْبَلَدِ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيْهِ مِنَ الْاِثْمِ وَوَالِدٍ اٰدَمَ ، وَمَا وَلَدَ ، لِبَدًا كَثِيْرًا ، وَالنَّجْدَيْنِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ ، مَسْغَبَةٍ مَجَاعَةٍ مَتْرَبَةٍ السَّاقِطُ فِى التُّرَابِ ، يُقَالُ فَلاَ اَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ، فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْعَقَبَةَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ فَسَّرَ الْعَقَبَةَ فَقَالَ ، وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ، فَكُّ رَقَبَةٍ ، اَوْ اِطْعَامٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ ـ

banglainternet.com

মুজাহিদ (র) বলেন, بِهٰذَا الْبَلَدِ বলে মক্কা শরীফকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে যুদ্ধ করলে অন্য মানুষের উপর যে গুনাহ হবে, তোমার তা হবে না। وَوَالِدٍ মানে আদম (আ)। وَمَا وَلَدَ মানে যা সে জন্ম দেয়, لُبَدًا অর্থ প্রচুর। وَالنَّجْدَيْنِ মানে ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ। مَسْغَبَةٍ অর্থ ক্ষুধা। مَتْرَبَةٍ মানে ধুলায় লুণ্ঠিত। বলা হয় فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ মানে সে দুনিয়ার বন্ধুর গিরিপথ অবলম্বন করেনি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন, তুমি কি জান বন্ধুর গিরিপথ কি? তা হচ্ছে দাসমুক্তি, অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান।

سُوْرَةُ الشَّمْسِ

সূরা শাম্‌স

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، بِطَغْوَاهَا بِمَعَاصِيْهَا ، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا عُقْبَى اَحَدٍ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, بِطَغْوَاهَا অবাধ্যতাবশত বা নাফরমানীর কারণে। وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا কারো পরিণামের জন্য আল্লাহ্‌র আশংকা করবার কিছু নেই।

٤٥٨٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَمْعَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِيْ عَقَرَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْبَعَثَ اَشْقَاهَا اِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِيْ رَهْطِهِ مِثْلُ اَبِيْ زَمْعَةَ ، وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ اٰخِرِ يَوْمِهِ ، ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِيْ ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ ، وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ اَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ، وَقَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلُ اَبِيْ زَمْعَةَ عَمِّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ـ

banglainternet.com

৪৫৮২ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ

-কে খুতবা দিতে শুনেছেন, খুতবায় তিনি কওমে সামূদের প্রতি প্রেরিত উষ্ট্রী ও তার পা কাটার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর রাসূল ﷺ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقَاهَا -এর ব্যাখ্যায় বললেন, ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার জন্য এক হতভাগ্য শক্তিশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল যে সে সমাজের মধ্যে আবূ যাম'আর মত প্রভাবশালী ও অত্যন্ত শক্তিধর ছিল। এ খুতবায় তিনি মেয়েদের সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত মারপিট করে; কিন্তু ঐ দিনের শেষেই সে আবার তার সাথে এক বিছানায় গিয়ে মিলিত হয়। তারপর তিনি বায়ু নিঃসরণের পর হাসি দেয়া সম্পর্কে বললেন, তোমাদের কেউ কেউ হাসে সে কাজটির উপর যে কাজটি সেও করে। (অন্য সনদে) আবূ মুআবীয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যুবায়র ইব্ন আওআমের চাচা আবূ যাম'আর মত।

سُوْرَةُ اللَّيْلِ

সূরা লায়ল

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِالْحُسْنٰى بِالْخَلَفِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، تَرَدّٰى مَاتَ ، وَتَلَظّٰى تَوَهَّجُ ، وَقَرَأَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ تَتَلَظّٰى .

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, بِالْحُسْنٰى অর্থ بِالْخَلَفِ অর্থাৎ প্রতিদানে অস্বীকার করল। মুজাহিদ (র) বলেন, تَرَدّٰى অর্থ যখন যে মরে যাবে। تَلَظّٰى মানে লেলিহান অগ্নি। উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) শব্দটিকে تَتَلَظّٰى পড়তেন।

٢٥٩٤. بَابُ قَوْلُهُ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى

২৫৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى - "কসম শপথ দিবসের, যখন তা আবির্ভূত হয়।" (৯২ ঃ ২)

٤٥٨٢ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فِيْ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّامَ فَسَمِعَ بِنَا اَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَاَتَانَا فَقَالَ اَفِيْكُمْ مَنْ يَقْرَأُ ؟ فَقُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ فَاَيُّكُمْ اَقْرَأُ فَاَشَارُوْا اِلَيَّ ، فَقَالَ اِقْرَأْ فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى

banglainternet.com

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى ، قَالَ اَنْتَ سَمِعْتَهَا . مِنْ فِيْ صَاحِبِكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ وَاَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَهٰؤُلَاءِ يَابُوْنَ عَلَيْنَا .

৪৫৮৩ কাবীসা ইবন উকবা (র) ..... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-এর একদল সাথীর সঙ্গে সিরিয়া গেলাম। আবূ দারদা আমাদের কাছে এসে বললেন, কুরআন পাঠ করতে পারেন, এমন কেউ আছেন কি? আমরা বললাম, হাঁ, আছে। এরপর তিনি বললেন, তাহলে আপনাদের মাঝে উত্তম কারী কে? লোকেরা ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিলে তিনি আমাকে বললেন, পড়ুন, আমি পড়লাম وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى - "তিলাওয়াত শুনে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ সূরা আপনার উস্তাদ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের মুখে শুনেছেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি এ সূরাটি নবী ﷺ -এর মুখে শুনেছি। কিন্তু তারা (সিরিয়াবাসী) তা অস্বীকার করছে।

٢٥٩٥. بَابٌ قَوْلُهُ : وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

২৫৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى - "এবং শপথ তাঁর যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন।" (৯২ ঃ ৩)

٤٥٨٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَدِمَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ عَلٰى اَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَقْرَاُ عَلٰى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ ؟ قَالَ كُلُّنَا ، قَالَ فَاَيُّكُمْ اَحْفَظُ وَاَشَارُوا اِلٰى عَلْقَمَةَ ، قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَاُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى ، قَالَ اَشْهَدُ اَنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَاُ هٰكَذَا وَهٰؤُلَاءِ يُرِيْدُوْنَنِيْ عَلٰى اَنْ اَقْرَاَ وَقَرَاْ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ، وَاللّٰهِ لَا اُتَابِعُهُمْ .

৪৫৮৪ উমর ইবন হাফস (র) ..... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা)-এর কতিপয় সাথী আবুদ্‌দারদা (রা)-এর কাছে আগমন করলেন। তিনিও তাদেরকে তালাশ করে পেয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ

banglainternet.com

(রা)-এর কিরাআত অনুযায়ী কে কুরআন পাঠ করতে পারে। আলকামা (রা) বললেন, আমরা সকলেই। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে ভাল হাফিয কে? সকলেই আলকামার প্রতি ইঙ্গিত করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى কীভাবে পড়তে শুনেছেন? আলকামা (র) বললেন, আমি তাকে وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى (ব্যতীত) পড়তে শুনেছি। এ কথা শুনে আবুদ্দারদা (রা) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমিও নবী ﷺ-কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ এসব (সিরিয়াবাসী) লোকেরা চাচ্ছে, আমি যেন আয়াতটি وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পড়ি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের কথা মানবো না।

٢٥٩٦. بَابُ قَوْلُهُ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى -

২৫৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى - "সুতরাং কেউ দান করলে এবং মুত্তাকী হলে।" (৯২ ঃ ৫)

٤٥٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فِىْ جَنَازَةٍ ، فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ ، اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَاَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى اِلٰى قَوْلِهِ لِلْعُسْرٰى .

৪৫৮৫ আবূ নু'আইম (রা) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকীউল গারকাদ নামক স্থানে এক জানাযায় আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। সে সময় তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার স্থান জান্নাত বা জাহান্নামে ঠিক হয়নি। এ কথা শুনে সকলেই বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে কী আমরা নিয়তির উপর নির্ভর করে বসে থাকব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমল সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ।

banglainternet.com

٢٥٩٧. بَابُ قَوْلُهُ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى

২৫৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى - "এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে।" (৯২ ঃ ৬)

٤٥٨٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

৪৫৮৬ মুসাদ্দাদ (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তারপর তিনি উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

٢٥٩٨ بَابُ قَوْلُهُ : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى -

২৫৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى - "আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।" (৯২ ঃ ৭)

٤٥٨٧ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ فِىْ جَنَازَةٍ فَاَخَذَ عُوْدًا يَنْكُتُ فِى الْاَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ ، قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ، فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الْاٰيَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِىْ بِهِ مَنْصُوْرٌ فَلَمْ اُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ .

৪৫৮৭ বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোন একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি একটি কাঠি হাতে নিয়ে এর দ্বারা মাটি খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়নি। এ কথা শুনে সকলেই বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে কী আমরা নিয়তির উপর নির্ভর করে বসে থাকব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে আর যা উত্তম তা বর্জন করলে তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ। শু'বা (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি আমার কাছে মানসূর বর্ণনা করেছেন। তাকে আমি সুলায়মানের হাদীসের ব্যতিক্রম মনে করিনি।

banglainternet.com

٢٥٩٩. بَابٌ قَوْلُهُ : وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى -

২৫৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى - "এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করলে।" (৯২ ঃ ৮)

٤٥٨٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ ، قَالَ لاَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ، ثُمَّ قَرَاَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى اِلٰى قَوْلِهِ : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى .

৪৫৮৮ ইয়াহ্‌ইয়া (রা) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়নি। এ কথা শুনে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে কী আমরা তাকদীরের উপর নির্ভর করে বসে থাকব? তিনি বললেন, না তোমরা আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ এবং কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ।

٢٦٠٠. بَابٌ قَوْلُهُ : وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى -

২৬০০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - "এবং যা উত্তম তা বর্জন করলে।"(৯২ ঃ ৯)

٤٥٨٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنَّا فِىْ جَنَازَةٍ فِىْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ

banglainternet.com

مِنْ اَحَدٍ وَمَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاِلاَّ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً اَوْ سَعِيْدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلَى اَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَصِيْرُ اِلَى عَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، قَالَ اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَاَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاءِ ، ثُمَّ قَرَاَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الْاٰيَةَ .

৪৫৮৯ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাকীউল গারকাদ নামক স্থানে একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এসে বসলেন। আমরাও তাঁর চারপাশে গিয়ে বসলাম। এ সময় তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। তিনি তার মাথাখানা অবনমিত করে এর দ্বারা মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের কেউ এমন নেই অথবা বললেন, কোন সৃষ্টি এমন নেই) জান্নাতে বা জাহান্নামে যার স্থান নির্ধারিত হয়নি। কিংবা তাকে ভাগ্যবান বা হতভাগা লেখা হয়নি। এ কথা শুনে জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাহলে আমল বর্জন করে আমাদের লিখিত ভাগ্যের উপর কী নির্ভর করে বসব? , আমাদের মধ্যে যে সৌভাগ্যবান, সে তো সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মাঝেই শামিল হয়ে যাবে, আর আমাদের মাঝে যে হতভাগা, সে তো হতভাগা লোকদের আমলের দিকেই এগিয়ে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সৌভাগ্যের অধিকারী লোকদের জন্য সৌভাগ্য লাভ করার মত আমল সহজ করে দেয়া হবে। আর দুর্ভাগ্যের অধিকারী লোকদের জন্য দুর্ভাগ্য লাভ করার মত আমল সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, "সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে।"

٢٦٠١. بَابٌ قَوْلُهُ : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى

২৬০১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى - "আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।" (৯২ ঃ ৭)

٤٥٩٠ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ جَنَازَةٍ فَاَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْاَرْضَ ، فَقَالَ مَا مِنْكُمْ

banglainternet.com

مِنْ اَحَدٍ ، اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، ثُمَّ قَرَاَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الاٰيَةَ ـ

৪৫৯০ আদম (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জানাযায় নবী ﷺ উপস্থিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি কিছু একটা হাতে নিয়ে এ দ্বারা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার স্থান হয় জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্ধারিত করে রাখা হয়নি। এ কথা শুনে সবাই বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তাহলে আমল পরিত্যাগ করে আমাদের লিখিত তাকদীরের উপর কী নির্ভর করব ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা আমল করতে থাক, কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য সৌভাগ্যের অধিকারী লোকদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। আর যে দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য দুর্ভাগা লোকদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। এবং কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ)।

سُوْرَةُ الضُّحٰى

সূরা দুহা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى اسْتَوٰى . وَقَالَ غَيْرُهُ : اَظْلَمَ وَسَكَنَ ، عَائِلاً فَاَغْنٰى ذُوْ عِيَالٍ .

মুজাহিদ (র) বলেন, اِذَا سَجٰى অর্থ اِسْتَوٰى যখন তা সমান সমান হয়। মুজাহিদ (র) ব্যতীত অন্যরা বলেন, اِذَا سَجٰى অর্থ اِذَا اَظْلَمَ وَسَكَنَ মানে যখন তা নিঝুম ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। عَائِلاً অর্থ ذُوْ عِيَالٍ মানে নিঃস্ব।

banglainternet.com

٢٦٠٢. بَابٌ قَوْلُهُ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ـ

২৬০২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى "তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।" (৯৩ ঃ ৩)

٤٥٩١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ قَالَ اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَجَاءَتِ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ انِّىْ لَاَرْجُوْا اَنْ يَكُوْنَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ اَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى *

৪৫৯১ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... জুনদুব ইব্‌ন সুফইয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অসুস্থতার দরুন রাসূল ﷺ দুই বা তিন রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেন নি। এ সময় জনৈক মহিলা এসে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! আমার মনে হয়, তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। দুই কিংবা তিনদিন যাবত তাকে আমি তোমার কাছে আসতে দেখতে পাচ্ছি না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, শপথ পূর্বাহ্নের, "শপথ রজনীর যখন তা হয় নিঝুম, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি।" (৯৩ ঃ ৩)

٢٦٠٣. بَابُ قَوْلُهُ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى يُقْرَأُ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ مَاتَرَكَكَ رَبُّكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا تَرَكَكَ وَمَا اَبْغَضَكَ ـ

২৬০৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى - "তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। (৯৩ ঃ ৩) مَا وَدَّعَكَ শব্দটি تشديد ও تخفيف উভয় ভাবেই পড়া যায়। উভয় অবস্থাতে অর্থ একই। তোমাকে রব পরিত্যাগ করেননি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তোমাকে তোমার রব পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি।

٤٥٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْبَجَلِىَّ ، قَالَتْ امْرَاَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَرٰى صَاحِبَكَ اِلاَّ اَبْطَاَ ، فَنَزَلَتْ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ـ

banglainternet.com

৪৫৯২ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... জুনদাব বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি দেখছি, আপনার সাথী আপনার কাছে ওহী নিয়ে আসতে বিলম্ব করে ফেলছে। তখনই নাযিল হল ঃ তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।

سُوْرَةُ الْاِنْشِرَاحِ

সূরা ইনশিরাহ্

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وِزْرَكَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، اَنْقَضَ اَثْقَلَ ، مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : اَىْ مَعَ ذٰلِكَ الْعُسْرِىْ يُسْرًا اٰخَرَ ، كَقَوْلِهٖ : هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَانْصَبْ فِىْ حَاجَتِكَ اِلَى رَبِّكَ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, وِزْرَكَ অর্থ জাহিলী যুগের বোঝা। اَنْقَضَ মানে অতিশয় কষ্টদায়ক। مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন উয়াইয়া (র) বলেন, এ কঠিন অবস্থার পরই আরেকটি সহজ অবস্থা আছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ তোমরা আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করছ। একটি কঠিন অবস্থা দু'টি সহজ অবস্থাকে কখনো পরাভূত করতে পারবে না। মুজাহিদ (র) বলেন, فَانْصَبْ অর্থ-প্রয়োজন পূরণের জন্য তুমি তোমার রবের কাছে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা কর। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী ﷺ -এর বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

سُوْرَةُ التِّيْنِ

সূরা তীন

banglainternet.com

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ التِّيْنُ وَالزَّيْتُوْنُ الَّذِىْ يَأْكُلُ النَّاسُ ، يُقَالُ فَمَا

يُكَذِّبُكَ فَمَا الَّذِيْ يُكَذِّبُكَ بِاَنَّ النَّاسَ يُدَانُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ ، كَاَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلٰى تَكْذِيْبِكَ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ -

মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের মধ্যে والزيتون التين বলে ঐ তীন ও যায়তূনকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ খায়। فما يكذبك মানে মানুষকে তাদের কাজের বিনিময় দেয়া হবে এ সম্বন্ধে কোন জিনিস তোমাকে অবিশ্বাসী করে। অর্থাৎ শাস্তি কিংবা পুরস্কার দানের ব্যাপারে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা রাখে কে?

٤٥٩٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَدِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَقَرَاَ فِي الْعِشَاءِ فِيْ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ -

৪৫৯৩ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিন্‌হাল (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সফরে থাকাকালে সময় 'ইশার সালাতের দুই রাকআতের কোন এক রাকআতে 'সূরা তীন' পাঠ করেছেন।

سُوْرَةُ الْعَلَقِ

সূরা আলাক্

وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَتِيْقٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اُكْتُبْ فِي الْمُصْحَفِ فِيْ اَوَّلِ الْاِمَامِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاجْعَلْ بَيْنَ السُّوْرَتَيْنِ خَطًّا وَقَالَ مُجَاهِدٌ : نَادِيَهُ عَشِيْرَتَهُ ، الزَّبَانِيَةَ الْمَلَائِكَةَ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ الرُّجْعٰى الْمَرْجِعُ ، لَنَسْفَعًا قَالَ لَنَاخُذَنَّ وَلَنَسْفَعَنَّ بِالنُّوْنِ وَهِيَ الْخَفِيْفَةُ ، سَفَعْتُ بِيَدِهِ اَخَذْتُ -

banglainternet.com

কুতায়বা (র) ..... হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কুরআন শরীফের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখ এবং দুই সূরার মাঝে একটি রেখা টেনে দাও।

মুজাহিদ (র) বলেন, نَادِيَهُ অর্থ গোত্র। الزَّبَانِيَةَ অর্থ ফেরেশতা। মা'মার (রা) বলেন, اَلرُّجْعٰى অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। لَنَسْفَعًا মানে لَنَسْفَعَنْ - لَنَاخُذَنْ শব্দটি نون خفيفه এর সাথে। আমি অবশ্যই পাকড়াও করব। سَفَعْتُ بِيَدِهِ অর্থ আমি তাকে হাত দ্বারা ধরলাম।

٤٥٩٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ * حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ مَرْوَانَ اَنَّ الْبَغْدَادِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ رِزْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ صَالِحٍ سَلْمُوْيَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرٰى رُؤْيَا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ قَالَ وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ ، فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا حَتّٰى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ، ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ، ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ

بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الْاٰيَاتِ اِلٰى قَوْلِهِ : عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ لِخَدِيْجَةَ اَيْ خَدِيْجَةُ مَالِيْ

banglainternet.com

لَقَدْ خَشِيتُ عَلٰى نَفْسِىْ فَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلاَّ اَبْشِرْ فَوَاللّٰهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا فَوَاللّٰهِ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بِهٖ خَدِيْجَةُ حَتّٰى اَتَتْ بِهٖ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ اَخِىْ اَبِيْهَا وَكَانَ اَمْرَأً تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِىَّ ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِىَ ، فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ يَا عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ ، قَالَ وَرَقَةُ يَا ابْنَ اَخِىْ مَاذَا تَرٰى فَاَخْبَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ خَبَرَ مَارَاٰى ، فَقَالَ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلٰى مُوْسٰى لَيْتَنِىْ فِيْهَا جَذَعًا لَيْتَنِىْ اَكُوْنُ حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ مُخْرِجِىَّ هُمْ ، قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَاْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهٖ الاَّ اُوْذِىَ وَاِنْ يُدْرِكْنِىْ يَوْمُكَ حَيًّا اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ اَنْ تُوُفِّىَ وَفَتَرَ الْوَحْىُ فَتْرَةً حَتّٰى حَزِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ قَالَ فِىْ حَدِيْثِهٖ بَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِىْ جَاءَ نِىْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَفَرِقْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَدَثَّرُوْهُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَهِىَ الْاَوْثَانُ الَّتِىْ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُوْنَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْىُ .

banglainternet.com

৪৫৯৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র ও সাঈদ ইব্ন মারওয়ান (র) .... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে নবী ﷺ -এর প্রতি ওহী শুরু করা হয়েছিল। ঐ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন, তা প্রভাতের আলোর মতই সুস্পষ্ট হত। এরপর নির্জনতা তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং পরিবার-পরিজনের কাছে আসার পূর্বে সেখানে একনাগাড়ে কয়েকদিন পর্যন্ত তাহান্নুছ করতেন। তাহান্নুছ মানে বিশেষ নিয়মে ইবাদত করা। এ জন্য তিনি কিছু খাবার-দাবার নিয়ে যেতেন। এরপর তিনি বিবি খাদীজার কাছে ফিরে এসে পুনরায় অনুরূপ কিছু খাবার-দাবার নিয়ে যেতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় আকস্মিক তার কাছে সত্যবাণী এসে পৌছল। ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বললেন, পড়ুন। রাসূল ﷺ বললেন, আমি পড়তে পারি না। রাসূল ﷺ বলেন, এরপর তিনি আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতে আমি প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। রাসূল ﷺ বলেন, এরপর তিনি আমাকে ধরে দ্বিতীয়বার খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতেও আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। এরপর তিনি আমাকে ধরে তৃতীয়বার খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন এবারও আমি অতীব কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক [১] হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। এরপর রাসূল ﷺ এ আয়াতগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এ সময় তাঁর কাঁধের গোশ্ত ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। খাদীজার কাছে পৌছেই তিনি বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তখন সকলেই তাঁকে বস্ত্রাবৃত করে দিল। অবশেষে তাঁর ভীতিভাব দূর হলে তিনি খাদীজাকে বললেন, খাদীজা আমার কি হল? আমি আমার নিজের সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। এরপর তিনি তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। এ কথা শুনে খাদীজা (রা) বললেন, কখনো নয়। আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ্ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় লোকদের বোঝা লাঘব করে দেন, নিঃস্ব লোকদেরকে উপার্জন করে দেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হকের পথে আগত বিপদাপদে লোকদেরকে সাহায্য করে থাকেন। তারপর খাদীজা তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফালের কাছে গেলেন। তিনি জাহেলী যুগে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় কিতাব লিখতেন। আর তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছা মাফিক আরবী ভাষায় ইনজীল কিতাব অনুবাদ করে লিখতেন। তিনি খুব বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, হে আমার চাচাত ভাই। আপনার ভাতিজা কি বলেন একটু শুনুন। তখন ওয়ারাকা বললেন, ভাতিজা, কি হয়েছে তোমার? নবী ﷺ যা দেখেছিলেন, সব কিছুর সংবাদ তাকে জানালেন। সব কথা শুনে ওয়ারাকা বললেন, ইনিই সেই ফেরেশতা, যাকে মূসার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আহ! সে সময় আমি যদি যুবক হতাম। আহ! সে সময় আমি যদি জীবিত থাকতাম। তারপর তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করলে রাসূল ﷺ বললেন, সত্যিই তারা কি আমাকে বের করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, তারা তোমাকে বের করে দেবে। তুমি যে দাওয়াত নিয়ে এসেছ, এ দাওয়াত যে-ই নিয়ে এসেছে তাকেই কষ্ট দেয়া হয়েছে। তোমার নবুয়তকালে আমি জীবিত

banglainternet.com

১. আলাক– সংযুক্ত, ঝুলন্ত বস্তু, রক্তপিণ্ড, এমন কিছু যা লেগে থাকে।

থাকলে অবশ্যই আমি তোমাকে বলিষ্ঠ ও সর্বতোভাবে সাহায্য করতাম। এরপর ওয়ারাকা বেশি দিন বাঁচেন নি; বরং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। দীর্ঘ সময়ের জন্য ওহী বন্ধ হয়ে গেল। এতে রাসূল ﷺ ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন। (অন্য এক সনদে) মুহাম্মদ ইবন শিহাব (র) আবূ সালমা ইবন আবদুর রহমান (রা)-এর মাধ্যমে জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ ওহী বন্ধ হওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, এক সময় আমি পথ চলছিলাম। হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মাথা তুলে তাকালাম। দেখলাম, যে ফেরেশতা আমার কাছে হেরা গুহায় আসতেন, তিনিই আসমান ও জমীনের মাঝখানে পাতা কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাই বাড়িতে ফিরে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। সুতরাং সকলেই আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত। ওঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।" (৭৪ ঃ ১-৫) আবূ সালমা (রা) বলেন, আরবরা জাহেলী যুগে সে সব মূর্তির পূজা করত الرِّجْزَ বলে ঐ সব মূর্তিকেই বোঝানো হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে ওহীর সিলসিলা অব্যাহত থাকে।

٢٦٠٤. بَابُ قَوْلُهُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

২৬০৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - "তিনি মানুষকে আলাক হতে সৃষ্টি করেছেন।" (৯৬ ঃ ২)

٤٥٩٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَوَّلُ مَابُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ ، فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ .

৪৫৯৫ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। এরপর তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত। (৯৬ ঃ ১-৩)

٢٦٠٥. بَابُ قَوْلُهُ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

২৬০৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ "পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত।" (৯৬ ঃ ৩)

٤٥٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ

banglainternet.com

شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ جَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ .

৪৫৯৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (রা) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহীর সূচনা হয়। এরপর তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত। (৯৬ ঃ ১–৩)

٢٦٠٦. بَابٌ قَوْلُهُ : اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

২৬০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ -"যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।" (৯৬ ঃ ৪)

٤٥٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

৪৫৯৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরপর রাসূল ﷺ খাদীজা (রা)-এর কাছে ফিরে এসে বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। এরপর রাবী সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

٢٦٠٧. بَابٌ قَوْلُهُ : كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

২৬০৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

"সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব, মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে, মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।" (৯৬ ঃ ১৫-১৬)

٤٥٩٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ لَئِنْ رَاَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّيْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَاَطَأَنَّ عَلٰى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ

banglainternet.com

فَعَلَهُ لَاَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ * تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ -

৪৫৯৮ ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ জাহ্ল বলেছিল, আমি যদি মুহাম্মদকে কা'বার পার্শ্বে সলাত আদায় করতে দেখি তাহলে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পদদলিত করব। এ খবর নবী করীম ﷺ-এর কাছে পৌছার পর তিনি বলেছেন, সে যদি তা করে তাহলে অবশ্যই ফেরেশতা তাকে পাকড়াও করবে। উবায়দুল্লাহ্র মাধ্যমে আবদুল করীম থেকে আমর ইব্ন খালিদ এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ الْقَدْرِ

সূরা কাদ্র

يُقَالُ الْمَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوْعُ، وَالْمَطْلِعُ الْمَوْضِعُ الَّذِيْ يَطْلُعُ مِنْهُ ، اَنْزَلْنَاهُ : الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرْاٰنِ ، اَنْزَلْنَاهُ مَخْرَجَ الْجَمْعِ ، وَالْمُنْزِلُ هُوَ اللّٰهُ ، وَالْعَرَبُ تُؤَكِّدُ فِعْلَ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ لِيَكُوْنَ اَثْبَتَ وَاَوْكَدَ -

বলা হয়, اَلْمَطْلَعُ অর্থ উদয় হওয়া, পক্ষান্তরে اَلْمَطْلِعُ মানে উদয়স্থল। اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ -এর ه সর্বনামটি দ্বারা আল-কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে বহুবচনের শব্দরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও অর্থ একবচনের গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, কুরআন নাযিলকারী হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। বস্তুত কোন বস্তুর গুরুত্ব প্রকাশ বা জোরালো ভাব প্রকাশের জন্য আরবরা একবচনের ক্রিয়াপদকে বহুবচনে ব্যবহার করে থাকে।

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ

সূরা বায়্যিনা

banglainternet.com

مُنْفَكِّيْنَ زَائِلِيْنَ ، قَيِّمَةُ الْقَائِمَةُ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ اَضَافَ الدِّيْنَ اِلَى الْمُؤَنَّثِ

دِيْنُ । অর্থ- مُنْفَكِّيْنَ زَائِلِيْنَ মানে -বিচলিত ও পদস্খলিত। قَائِمَةٌ অর্থ قَيِّمَةٌ মানে-সঠিক।
الْقَيِّمَةِ -এর মাঝে دِيْنٌ শব্দটিকে -مونث এর দিকে اضافت করা হয়েছে।

٤٥٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِيْ قَالَ نَعَمْ فَبَكَى ـ

৪৫৯৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন, তোমাকে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (সূরা) পড়ে শোনানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি আমার নাম নিয়ে বলেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ; এ কথা শুনে উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) কাঁদতে লাগলেন।

٤٦٠٠ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُبَيٍّ إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ أُبَيٌّ اللّٰهُ سَمَّانِيْ لَكَ ؟ قَالَ اللّٰهُ سَمَّاكَ لِيْ ، فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِيْ ، قَالَ قَتَادَةُ فَأُنْبِئْتُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ـ

৪৬০০ হাস্‌সান ইব্‌ন হাস্‌সান (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন, তোমাকে কুরআন পড়ে শোনানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার নাম উল্লেখ করেছেন। এ কথা শুনে উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) কাঁদতে শুরু করলেন। কাতাদা (র) বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

٤٦٠١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ دَاوُدَ أَبُوْ جَعْفَرٍ الْمُنَادِيْ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أُقْرِئَكَ الْقُرْآنَ قَالَ اللّٰهُ

banglainternet.com

سَمَّانِي لَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ـ

৪৬০১ আহ্মদ ইব্ন আবূ দাউদ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ ﷺ উবায় ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন, তোমাকে কুরআন পাঠ করে শোনানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উবায় ইব্ন কা'ব (রা) আশ্চর্যান্বিত হয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের কাছে কি আমার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ? উত্তরে নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ। এ কথা শুনে তাঁর উভয় চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

সূরা যিল্‌যাল্

يُقَالُ أَوْحَى لَهَا أَوْحَى إِلَيْهَا وَوَحَى لَهَا وَوَحَى إِلَيْهَا وَاحِدٌ ـ

বলা হয়, أَوْحَى لَهَا - أَوْحَى إِلَيْهَا - وَحَى لَهَا ও وَحَى إِلَيْهَا একই অর্থবোধক।

٢٦٠٨. بَابٌ قَوْلُهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

২৬০৮. **অনুচ্ছেদ ঃ** আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ -"কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে, সে তা দেখবে।" (৯৯ ঃ ৭)

٤٦٠٢ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ : لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِيْ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِيْ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِيْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ فِي الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ ، وَلَوْ أَنَّهَا

banglainternet.com

قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْشَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، فَهِيَ لِذٰلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ رِقَابِهَا وَلاَظُهُوْرِهَا فَهُوَ لَهُ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً فَهِيَ عَلٰى ذٰلِكَ وِزْرٌ فَسُئِلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ ، قَالَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ فِيْهَا إِلاَّ هٰذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ .

৪৬০২ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের ঘোড়া থাকে। এক শ্রেণীর মানুষের জন্য তা সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়, এক শ্রেণীর মানুষের জন্য হয় তা (গুনাহ্ থেকে) আবরণস্বরূপ এবং এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি তা হয় গুনাহ্র কারণ। যার জন্য তা সওয়াবের কারণ হয়, তারা সেসব ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য তা প্রস্তুত করে রাখে এবং কোন চারণ ক্ষেত্রে বা বাগানে লম্বা রশি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখে। রশির আওতায় চারণ ক্ষেত্রে বা বাগানে সে যা কিছু খায় তা ঐ ব্যক্তির জন্য নেকী হিসাবে গণ্য হয়। যদি ঘোড়াটি রশি ছিঁড়ে ফেলে এবং নিজ স্থান অতিক্রম করে এক/দু উঁচু স্থানে চলে যায়, তাহলে তার পদচিহ্ন ও গোবরের বিনিময়েও ঐ ব্যক্তি সওয়াব লাভ করবে। আর ঘোড়াটি যদি কোন নহরের কিনারায় গিয়ে নিজে নিজেই পানি পান করে নেয়-মালিকের সেখানে থেকে পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকলেও সে ব্যক্তি এর বিনিময়ে সওয়াবের অধিকারী হবে। এ ঘোড়া এ ব্যক্তির জন্য তো হল সওয়াবের কারণ; আরেক শ্রেণীর লোক যাদের জন্য এ ঘোড়া (গুনাহ্ হতে) আবরণ, তারা ঐ ব্যক্তি যারা মানুষের থেকে মুখাপেক্ষী না থাকার জন্য এবং মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তা পালন করে থাকে। কিন্তু তাতে আল্লাহ্র যে হক রয়েছে তা দিতে ভুলে যায় না। এ শ্রেণীর মানুষের জন্য এ ঘোড়া হচ্ছে পর্দা। আরেক শ্রেণীর ঘোড়ার মালিক যারা গর্ব প্রদর্শনীর মনোভাব ও দুশমনীর উদ্দেশ্যে ঘোড়া রাখে। এ ঘোড়া হচ্ছে তাদের জন্য গুনাহ্র কারণ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, একক ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক এ একটি মাত্র আয়াত ব্যতীত এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি আর কোন আয়াত নাযিল করেননি। আয়াতটি এইঃ "কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।" (৯৯ ঃ ৭-৮)

٢٦٠٩. بَابُ قَوْلُهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ .

banglainternet.com

২৬০৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ "وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ"। "কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।" (৯৯ ঃ ৮)

٤٦٠٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ـ

৪৬০৩ ইয়াহ্ইয়া ইবন সুলায়মান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এ বিষয়ে একক ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক এই আয়াতটি ব্যতীত আমার প্রতি আর কোন আয়াতই নাযিল করা হয়নি। আয়াতটি হচ্ছে এই : "কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।" (৯৯ : ৭-৮)

سُوْرَةُ الْعَادِيَاتِ

সূরা আদিয়াত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْكَنُوْدُ الْكَفُوْرُ ، يُقَالُ : فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ، رَفَعْنَا بِهِ غُبَارًا لِحُبِّ الْخَيْرِ مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ ، لَشَدِيْدٌ لَبَخِيْلٌ ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيْلِ شَدِيْدٌ ، حُصِّلَ مُيِّزَ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, الْكَنُوْدُ অর্থ الْكَفُوْرُ মানে অকৃতজ্ঞ। فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا অর্থ رَفَعْنَ بِهِ غُبَارًا -সে সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। لِحُبِّ الْخَيْرِ মানে ধন-সম্পদের প্রতি মহব্বতের কারণে। شَدِيْدٌ মানে অবশ্যই কৃপণ। কৃপণকে আরবী ভাষায় شَدِيْدٌ বলা হয়। حُصِّلَ মানে مُيِّزَ অর্থ পৃথক করা হবে।

banglainternet.com

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

সূরা কারি'আ

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، كَذٰلِكَ النَّاسُ يَجُوْلُ بَعْضُهُمْ فِىْ بَعْضٍ ، كَالْعِهْنِ كَالْوَانِ الْعِهْنِ ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ كَالصُّوْفِ ـ

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ মানে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত। পতঙ্গ যেমন একটি আরেকটির ওপর পতিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে একজন মানুষ আরেকজনের ওপর পতিত হবে। كَالْعِهْنِ অর্থ كَالْوَانِ الْعِهْنِ মানে বিভিন্ন রকমের তুলার মত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) كَالصُّوْفِ পড়েছেন।

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

সূরা তাকাছুর

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : التَّكَاثُرُ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, التَّكَاثُرُ - ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য।

سُوْرَةُ الْعَصْرِ

সূরা 'আসর

banglainternet.com

يُقَالُ الدَّهْرُ اُقْسِمَ بِهِ

عَصْرٌ বলা হয় অর্থ কাল বা সময়। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে কালের শপথ করেছেন।

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ

সূরা হুমাযা

اَلْحُطَمَةُ اِسْمُ النَّارِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَظٰى

اَلْحُطَمَةُ 'লাযা' ও 'সাকার' যেমন দোযখের নাম, তেমনি 'হুতামা'ও একটি দোযখের নাম।

سُوْرَةُ الْفِيْلِ

সূরা ফীল

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَبَا بِيْلَ مُتَتَابِعَةً مُجْتَمِعَةً ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ سِجِّيْلٍ هِيَ سَنْكٍ وَكِلْ

اَبَابِيْلَ ঝাঁকে ঝাঁকে ও একত্রিত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, سِجِّيْلٍ শব্দটি سَنْكٍ ও كِلْ থেকে আরবীকৃত অআরবী শব্দ (এর অর্থ হল পাথর ও মাটির ঢিল)।

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

সূরা কুরায়শ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لِاِيْلَافِ اَلِفُوْا ذٰلِكَ ، فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فِى الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَاَمَنَهُمْ مِنْ كُلِّ عَدُوِّهِمْ فِىْ حَرَمِهِمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لِاِيْلَافِ لِنِعْمَتِىْ عَلٰى قُرَيْشٍ -

banglainternet.com

মুজাহিদ (র) বলেন, لِاِيْلَافِ মানে তারা এ বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল। ফলে, শীত ও গ্রীষ্মে তা তাদের জন্য

কষ্টকর হয় না। وَاٰمَنَهُمْ আল্লাহ্ তা'আলা হারাম শরীফের মাঝে তাদের সর্বপ্রকার শত্রু থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ইব্ন উয়ায়না (র) বলেন, (لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ) মানে কুরাইশদের প্রতি আমার নিয়ামতের কারণে।

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

সূরা মাউন

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَدُعُّ يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ ، يُقَالُ هُوَ مِنْ دَعَمْتُ ، يُدَعُّوْنَ يُدْفَعُوْنَ ، سَاهُوْنَ لَاهُوْنَ ، وَالْمَاعُوْنَ الْمَعْرُوْفَ كُلُّهُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ : الْمَاعُوْنَ الْمَاءُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : اَعْلَاهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوْضَةُ ، وَاَدْنَاهَا عَارِيَةُ الْمَتَاعِ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, يَدُعُّ সে তাকে হক না দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। বলা হয় এ শব্দটি دَعَمْتُ শব্দ থেকে উদগত। يُدَعُّوْنَ অর্থ তাদেরকে বাধা দেয়া হয়। سَاهُوْنَ অর্থ উদাসীন। اَلْمَاعُوْنَ - সর্ব প্রকার কল্যাণকর কাজ। কোন কোন আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞ বলেন, اَلْمَاعُوْنَ অর্থ পানি। ইকরামা (রা) বলেন, মাউনের অন্তর্ভুক্ত সর্বোচ্চ স্তরের বিষয় হচ্ছে যাকাত প্রদান করা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোট খাট জিনিস ধার দেয়া।

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

সূরা কাউছার

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : شَانِئُكَ عَدُوُّكَ

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, شَانِئُكَ তোমার শত্রু।

banglainternet.com

٤٦٠٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ

لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ اِلَى السَّمَاءِ قَالَ اَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ مُجَوَّفٌ فَقُلْتُ مَاهٰذَا يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ ـ

৪৬০৪ আদম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকাশের দিকে নবী ﷺ -এর মি'রাজ হলে তিনি বলেন, আমি একটি নহরের ধারে পৌঁছলাম, যার উভয় তীরে খোখলাকৃত মোতির তৈরি গম্বুজসমূহ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিব্‌রাঈল! এটা কি? তিনি বললেন, এটাই (হাওযে) কাউছার।

٤٦٠٥ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ يَزِيْدُ الْكَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَاَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَالَتْ نَهْرٌ اُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ اٰنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُوْمِ رَوَاهُ زَكَرِيَّاءُ وَاَبُو الْاَحْوَسِ وَمُطَرِّفٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ ـ

৪৬০৫ খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ কাহিলী (র) ..... আবূ উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, কাউছার একটি নহর যা তোমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ -কে প্রদান করা হয়েছে। এর দু'টো পাড় রয়েছে। উভয় পাড়ে বিছানো রয়েছে খোখলা মোতি। এর পাত্রের সংখ্যা তারকারাজির অনুরূপ। (অন্য সনদে) যাকারিয়া (র) ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٤٦٠٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ فِي الْكَوْثَرِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِيْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ قَالَ اَبُوْ بِشْرٍ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَاِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ سَعِيْدٌ النَّهَرُ الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِيْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ ـ

৪৬০৬ ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কাউছার সম্পর্কে বলেছেন যে, এ এমন একটি কল্যাণ যা আল্লাহ্ তাকে দান করেছেন। বর্ণনাকারী আবূ বিশর (র) বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-কে বললাম, লোকেরা মনে করে যে, কাউছার হচ্ছে জান্নাতের একটি নহর। এ কথা শুনে সাঈদ (র) বললেন, জান্নাতের নহরটি নবী ﷺ -কে দেয়া কল্যাণের একটি।

banglainternet.com

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ

সূরা কাফিরূন

يُقَالُ لَكُمْ دِيْنُكُمْ الْكُفْرُ وَلِيَ دِيْنِ الْاِسْلَامُ وَلَمْ يَقُلْ دِيْنِيْ لِاَنَّ الْاٰيَاتِ بِالنُّوْنِ فَحُذِفَتِ الْيَاءُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ فَهُوَ يَهْدِيْنِ وَيَسْقِيْنِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا اَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ الْاٰنَ وَلَا اُجِيْبُكُمْ فِيْمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِيْ ، وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ، وَهُمُ الَّذِيْنَ قَالَ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ مَاانْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ـ

বলা হয়, لَكُمْ دِيْنُكُمْ - তোমাদের দীন তোমাদের,অর্থাৎ কুফর। আর وَلِيَ دِيْنِ -আমার দীন মানে ইসলাম। এখানে دِيْنِيْ বলা হয়নি। কারণ, পূর্বের আয়াতগুলো نون অক্ষরের উপর যেহেতু শেষ করা হয়েছে, তাই পূর্বের আয়াতগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য يا -কে حذف করে এ আয়াতটিকেও نون অক্ষরের ওপর পরিসমাপ্ত করা হয়েছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা يا -কে حذف করে يَهْدِيْنَ এবং يَسْقِيْنَ ব্যবহার করেছেন। (মুজাহিদ ব্যতীত) অপরাপর মুফাসসির বলেছেন, لَا اَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ -এর মর্মার্থ হচ্ছে ঃ তোমরা বর্তমানে যার ইবাদত কর, আমি তার ইবাদত করি না এবং অবশিষ্ট জীবনেও আমি তোমাদের এ আহবানে সাড়া দেব না। وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও- 'যাঁর ইবাদত আমি করি।' তারা ঐ সমস্ত লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন ঃ তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বর্ধিত করবে।

سُوْرَةُ النَّصْرِ

সূরা নাস্‌র

banglainternet.com

٤٦٠٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ

صَلاَةً بَعْدَ اَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ اِلاَّ يَقُوْلُ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ -

৪৬০৭ হাসান ইব্ন রাবী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরা নাযিল হবার পর নবী ﷺ যখনই সালাত আদায় করেছেন তখনই তিনি সালাতের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করেছেন ঃ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ - "হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব। সকল প্রশংসা তোমারই জন্য নির্ধারিত। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

٤٦٠٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ

৪৬০৮ উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা নাস্র নাযিল হবার পর রাসূল ﷺ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ (হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য নির্দিষ্ট। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।) দোয়াটি রুকূ-সিজদার মধ্যে বেশি বেশি পাঠ করতেন।

٢٦١٠. بَابُ قَوْلِهِ : وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا -

২৬১০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا - "এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।" (১১০ ঃ ২)

٤٦٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ سَاَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ، قَالُوْا فَتْحُ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُوْرِ ، قَالَ مَا تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ اَجَلٌ اَوْ مَثَلٌ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ نُعِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ .

banglainternet.com

৪৬০৯ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) লোকদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ -এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার পর তারা বললেন, এ আয়াতে শহর এবং প্রাসাদসমূহের বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, হে ইব্‌ন আব্বাস! তুমি কি বল? তিনি বললেন, এ আয়াতে ওফাত অথবা মুহাম্মদ ﷺ -এর দৃষ্টান্ত এবং তাঁর শান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٦١١. بَابٌ قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، تَوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ

২৬১১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا - "যখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো তওবা কবুলকারী।" (১১০ ঃ ৩)

تَوَّابًا মানে تَوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ অর্থ বান্দাদের তওবা কবূলকারী। اَلتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে গুনাহ থেকে তওবা করে।

٤٦١٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِيْ مَعَ اَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَاَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا اَبْنَاءٌ مِثْلُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ فَدَعَا ذَاتَ يَوْمٍ فَاَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رُؤِيْتُ اَنَّهُ دَاعَانِيْ يَوْمَئِذٍ اِلَّا لِيُرِيَهُمْ ، قَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اُمِرْنَا اَنْ نَحْمَدَ اللّٰهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ اِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِيْ اَكَذَاكَ تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ لَا ، قَالَ فَمَا تَقُوْلُ ، قُلْتُ هُوَ اَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ، وَذٰلِكَ عَلَامَةُ اَجَلِكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، فَقَالَ عُمَرُ مَا اَعْلَمُ مِنْهَا اِلَّا مَا تَقُوْلُ *

banglainternet.com

৪৬১০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবীদের সঙ্গে আমাকেও শামিল করতেন। এ কারণে কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দিল। একজন বললেন, আপনি তাঁকে আমাদের সাথে কেন শামিল করছেন। আমাদের তো তাঁর মত সন্তানই রয়েছে। উমর (রা) বললেন, এর কারণ তো আপনারাও জানেন। সুতরাং একদিন তিনি তাঁকে ডাকলেন এবং তাঁদের সাথে বসালেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম, আজকে তিনি আমাকে ডেকেছেন এজন্য যে, তিনি আমার প্রজ্ঞা তাঁদেরকে দেখাবেন। তিনি তাদেরকে বললেন।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনারা কি বলেন, তখন তাঁদের কেউ বললেন, আমরা সাহায্য প্রাপ্ত হলে এবং আমরা বিজয় লাভ করলে। এ আয়াতে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার কেউ কিছু না বলে চুপ করে থাকলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইব্‌ন আব্বাস! তুমিও কি তাই বল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি বলতে চাও? উত্তরে আমি বললাম, "এ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রাসূল ﷺ-কে তার ইন্তিকালের সংবাদ জানিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসলে' এটিই হবে তোমার মৃত্যুর আলামত। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো তওবা কবুলকারী।" এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, তুমি যা বলছ, এ আয়াতের ব্যাখ্যা আমিও তা-ই জানি।

سُوْرَةُ اللَّهَبِ

সূরা লাহাব

تَبَابٌ خُسْرَانٌ تَتْبِيْبٌ تَدْمِيْرٌ

تَبَابٌ অর্থ خُسْرَانٌ মানে ক্ষতি, ধ্বংস। تَتْبِيْبٌ মানে تَدْمِيْرٌ বিধ্বস্ত করা।

٤٦١١ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهْ ، فَقَالُوْا مَنْ هٰذَا فَاجْتَمَعُوْا اِلَيْهِ فَقَالَ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً

banglainternet.com

تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ اَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوْا مَاجَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَاِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ ، قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ مَا جَمَعْتَنَا اِلَّا لِهٰذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ ، تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ وَقَدْتَبَّ هٰكَذَا قَرَاَهَا الْاَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ *

৪৬১১ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ - "তুমি তোমার কাছে আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও" আয়াতটি নাযিল হলে রাসূল ﷺ বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন এবং يَاصَبَاحَاهْ (সকাল বেলার বিপদ সাবধান) বলে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন। আওয়াজ শুনে তারা বলল, এ কে? তারপর সবাই তাঁর কাছে গিয়ে সমবেত হল। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী এ পাহাড়ের পেছনে তোমাদের উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সকলেই বলল, আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্র করেছ? অতঃপর রাসূল ﷺ দাঁড়ালেন। তারপর নাযিল হলঃ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ - "ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু' হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।" আমাশ (র) আয়াতটিতে تَبَّ শব্দের পূর্বে قَدْ সংযোগ করে وَقَدْ تَبَّ পড়েছেন।

٢٦١٢. بَابٌ قَوْلُهُ وَتَبَّ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ـ

২৬১২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَتَبَّ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ - "এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।" (১১১ ঃ ১-২)

٤٦١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ اِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى يَاصَبَاحَاهْ ، فَاجْتَمَعَتْ اِلَيْهِ قُرَيْشٌ ، فَقَالَ اَرَاَيْتَكُمْ اِنْ حَدَّثْتُكُمْ اَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ اَوْ مُمَسِّيْكُمْ اَكُنْتُمْ تُصَدِّقُوْنِيْ قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ فَاِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ

banglainternet.com

فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا تَبًّالَكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ اِلٰى اٰخِرِهَا .

৪৬১২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ বাত্‌হা প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন এবং পাহাড়ে আরোহণ করে يَاصَبَاحَاهْ বলে উচ্চস্বরে ডাকলেন। কুরাইশরা তাঁর কাছে এসে সমবেত হল। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, শত্রু সৈন্যরা সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে? তারা সকলেই বলল, হাঁ, আমরা বিশ্বাস করব। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ ? তোমার ধ্বংস হোক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা লাহাব নাযিল করলেন, ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ এবং উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে তার গলদেশে পাকান রজ্জু।

٢٦١٣. بَابٌ قَوْلُهُ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ -

২৬১৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ - "অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে।" (১১১ ঃ ৩)

٤٦١٣ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ، فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ .

৪৬১৩ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লাহাব নবী ﷺ -কে বললো, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তখন تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ সূরাটি নাযিল হলো।

٢٦١٤. بَابٌ قَوْلُهُ وَامْرَاَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : حَمَّالَةَ الْحَطَبِ تَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ، فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ يُقَالُ مَسَدٍ لَيْفِ الْمُقْلِ وَهِىَ السِّلْسِلَةُ الَّتِىْ فِى النَّارِ

banglainternet.com

২৬১৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَامْرَاَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ - "এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে।" (১১১ ঃ ৪)

মুজাহিদ (র) বলেন, حَمَّالَةَ الْحَطَبِ মানে-এমন মহিলা যে পরনিন্দা করে বেড়ায়। فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ মানে– তার গলদেশে থাকবে পাকান দড়ি। বলা হয় مَسَدٌ মানে– পাকানো মোটা শক্ত দড়ি। (কারো কারো মতে) এর দ্বারা দোযখের ঐ শৃঙ্খলকে বোঝানো হয়েছে, যা তার গলদেশে লাগানো হবে।

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ

সূরা ইখলাস

يُقَالُ لَايُنَوَّنُ اَحَدٌ اَیْ وَاحِدٌ

বলা হয়, اَحَدٌ শব্দটি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (যখন তৎপরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া হবে তখন) تنوين পড়া হয় না। اَحَدٌ ও وَاحِدٌ সমার্থবোধক।

٤٦١٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ كَذَّبَنِی ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِیْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ ، فَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّایَ ، فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيْدَنِیْ كَمَا بَدَاَنِیْ وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ عَلَیَّ مِنْ اِعَادَتِهِ وَاَمَّا شَتْمُهُ اِيَّایَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَاَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ ، لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِیْ كُفُوًا اَحَدٌ .

৪৬১৪ আবুল ইয়ামন (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "বনী আদম আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে; অথচ এরূপ করা তার জন্য সমীচীন হয়নি। বনী আদম আমাকে গালি দিয়েছে ; অথচ এমন করা তার জন্য উচিত হয়নি। আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ্ আমাকে যেমনিভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন না। অথচ তাকে পুনরায় জীবিত করা অপেক্ষা প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ ছিল না। আমাকে তার গালি দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি একক, কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং কেউ আমার সমতুল্য নয়।"

banglainternet.com

٢٦١٥. بَابُ قَوْلُهُ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّيْ اَشْرَافَهَا الصَّمَدَ ، وَقَالَ اَبُوْ وَائِلٍ هُوَ السَّيِّدُ الَّذِيْ انْتَهٰى سُؤْدَدُهُ ـ

২৬১৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী : اَللّٰهُ الصَّمَدُ - "আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন", (১১২ : ২) আরবীয় লোকেরা তাদের নেতাদেরকে صَمَدٌ বলে থাকেন। আবু ওয়াইল (র) বলেন, এমন নেতাকে বলা হয় যার নেতৃত্ব চূড়ান্ত বা যার উপর নেতৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

٤٦١٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ كَذَّبَنِيْ ابْنُ اٰدَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ ، اَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّايَ اَنْ يَقُوْلَ اِنِّيْ لَنْ اُعِيْدَهُ كَمَا بَدَاْتُهُ ، وَاَمَّا شَتْمُهُ اِيَّايَ اَنْ يَقُوْلَ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَاَنَا الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ، كُفُوًا وَكَفِيْئًا وَكِفَاءً وَاحِدٌ ـ

৪৬১৫ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে ; অথচ এরূপ করা তার জন্য উচিত হয়নি। সে আমাকে গালি দিয়েছে; অথচ এমন করা তার পক্ষে সমীচীন হয়নি। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করার মানে হচ্ছে এই যে, সে বলে, আমি পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নই যেমনিভাবে আমি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছি। আমাকে তার গালি দেয়া হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন ; অথচ আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি এমন এক সত্তা যে, আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং আমার সমতুল্য কেউ নেই। ইমাম বুখারী (র) বলেন, كُفُوًا - كَفِيًا এবং كفاءًا সম অর্থবোধক শব্দ।

سُوْرَةُ الْفَلَقِ

সূরা ফালাক

banglainternet.com

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : غَاسِقٍ اَللَّيْلُ ، اِذَا وَقَبَ غُرُوْبُ الشَّمْسِ يُقَالُ هُوَ اَبْيَنُ

مِنْ فَرَقِ الصُّبْحِ وَفَلَقِ الصُّبْحِ ، وَقَبَ اِذَا دَخَلَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَاَظْلَمَ

মুজাহিদ (র) বলেন, غَاسِقٌ মানে– রাত। وَقَبَ اِذَا মানে –সূর্য অস্তমিত হওয়া। আরবীতে فَلَقَ ও فَرَقَ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই বলা হয়, هُوَ اَبْيَنُ مِنْ فَرَقِ الصُّبْحِ وَفَلَقِ الصُّبْحِ মানে ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার চাইতেও তা স্পষ্ট। وَقَبَ মানে, অন্ধকার সব জায়গায় প্রবেশ করে এবং আচ্ছন্ন করে ফেলে।

٤٦١٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ وَعَبْدَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَاَلْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ، فَقَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قِيْلَ لِيْ فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৪৬১৬ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... যির ইব্ন হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবায় ইব্ন কা'বকে مُعَوِّذَتَيْنِ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, আমাকে বলা হয়েছে, তাই আমি বলছি। উবায় ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেমন বলেছেন, আমরাও ঠিক তেমনি বলছি।

سُوْرَةُ النَّاسِ

সূরা নাস

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلْوَسْوَاسِ اِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ فَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَهَبَ ، وَاِذَا لَمْ يُذْكَرِ اللّٰهُ ثَبَتَ عَلٰى قَلْبِهِ

اَلْوَسْوَاسُ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, শিশু ভূমিষ্ঠ হলে শয়তান এসে তাকে স্পর্শ করে। তারপর সেখানে আল্লাহ্র নাম নিলে শয়তান পালিয়ে যায়। আর আল্লাহ্র নাম না নিলে সে তার অন্তরে স্থান করে নেয়।

banglainternet.com

٤٦١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ

بْنُ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ قَالَ سَأَلْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ يَاأَبَا الْمُنْذِرِ اِنَّ اَخَاكَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ اُبَىٌّ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِىْ قِيْلَ لِىْ قُلْ - فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৪৬১৭ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... যির ইব্‌ন হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বললাম, হে আবুল মুনযির! আপনার ভাই ইব্‌ন মাসউদ (রা) তো এ ধরনের কথা বলে থাকেন। তখন উবায় (রা) বললেন, আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বললেন, আমাকে বলা হয়েছে। তাই আমি বলেছি। উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন আমরাও তাই বলি।

banglainternet.com